ইসরায়েলে হামলার পর ইরানে আনন্দ মিছিল

সারে-জমিন

কোচবিহার ভোটের ইস্যু ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতু

রূপসী বাংলা

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে চড়া মূল্য দিতে হবে ইসরায়েলকে

সম্পাদকীয়

মানুষ বিকল্প চাইছে, তাই প্রার্থী শাজাহান: নওশাদ

সাধারণ

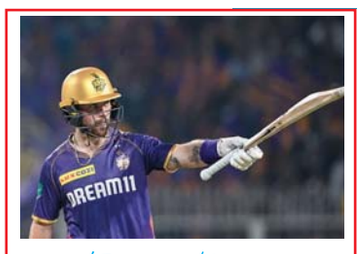

লক্ষ্ণৌর 'কাটা ঘায়ে' নুনের ছিটে, কলকাতার দাপুটে জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৫ এপ্রিল, ২০২৪
২ বৈশাখ ১৪৩১
৫ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 102 ■ Daily APONZONE ■ 15 April 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

হজের বিমান ভাড়া কমল ২১ হাজার টাকা

আপনজন ডেস্ক: হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া রবিবার ঘোষণা করেছে আহমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, কলকাতা এবং কোচিন সহ বেশ কয়েকটি যাত্রাপথ থেকে ২০২৪ সালের হজের জন্য বিমান ভাড়া গত বছরের তুলনায় বেশ কিছুটা হ্রাস করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় হজ কমিটির সিইও ডক্টর লিয়াকত আলী আফাকি এ ব্যাপারে বলেছেন, এ বছর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যাওয়া হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া প্রায় ২১ হাজার টাকা কম পড়বে। এছাড়া, আহমেদাবাদ থেকে ৪৫,০০০ টাকা, নাগপুর থেকে ৩০,০০০ টাকা, কোচিন থেকে ২৬,০০০ টাকা ও কান্নুর থেকে ২২ হাজার টাকা কম পড়বে হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া। উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের হজে গড় বিমান ভাড়া ছিল ১,২৫০০০ টাকা এবং হজ ২০২৪-এ তা কমে ১,২৩০০০ টাকা দাঁড়িয়েছে। ড. আফাকি আরও জানান, ভারত থেকে হজযাত্রীদের প্রথম ফ্লাইটটি ৯ মে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এই বছর আমাদের অধিকাংশ তীর্থযাত্রী সৌদি এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, ফ্লাইনাস, স্পাইজেট এবং ফ্লাইডিলের সাথে ভ্রমণ করবেন। ড. আফাকি বলেন, বিমান ভাড়া কমার ফলে এ বছর দিল্লি, মুম্বাই, আহমেদাবাদ ও হায়দরবাদ থেকে যাওয়া হজযাত্রীদের সবচেয়ে কম বিমানভাড়া দিতে হবে।

ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের, লাগাতার বিস্ফোরণ, বাজছে সাইরেন

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে কয়েক ডজন ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও দ্রুত গতির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে নজিরবিহীন হামলা চলিয়েছে ইরান। এতে ইসরায়েলজুড়ে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটছে। জেরুজালেম ও তেল আবিবসহ পুরো ইসরায়েলজুড়ে বাজছে বিমান হামলার সাইরেন। সম্প্রতি সিরিয়ার রাজধানীতে ইরানি কনস্যুলেটে হামলার জবাবে রবিবার গভীর রাতে সরাসরি ইসরায়েলের ওপর এ হামলা শুরু করে তেহরান। জেরুজালেম ও তেল আবিবসহ পুরো ইসরায়েলজুড়ে বাজছে বিমান হামলার সাইরেন। এমন অবস্থায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের বোমা হামলার শেল্টারের কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। আল জাজিরায় বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ইরান নজিরবিহীন হামলা চালানো শুরু করেছে এবং তেল আবিব ও জেরুজালেমসহ ইসরায়েলজুড়ে শহরগুলোতে বিমান হামলার সাইরেন এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।এদিকে ইরান থেকে উৎক্ষেপণ করা ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনগুলোকে গুলি করে ধ্বংস করার কাজে ইসরায়েলি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে জর্ডানের বাহিনীও কাজ করছে। তেহরান বলেছে, তারা সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলি হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই হামলা চালিয়েছে। দেশটি আরো বলেছে, বিষয়টি এখন 'সমাপ্ত বলে মনে করা যেতে পারে'। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সতর্কতা জারি করে বলেছে, অধিকৃত গোলান মালভূমি, নেভাটিম, ডিমোনা এবং ইলাতের বাসিন্দাদের 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক স্থানের কাছাকাছি' অবস্থান করতে হবে। নেভাটিম এমন একটি স্থান যেখানে ইসরায়েলি বিমানঘাঁটির অবস্থান রয়েছে। দিমোনার উপকণ্ঠে ইসরায়েলের একটি পারমাণবিক চুল্লি রয়েছে। ইলাত হল ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় লোহিত সাগর তীরবর্তী বন্দরনগরী। গাজায় চলমান যুদ্ধের সময় ইয়েমেনের হুথিদের বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছে এই শহরটি। অন্যদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত সংস্থাটির নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের অনুরোধ করেছেন। আল জাজিরা বলছে, ইসরায়েলের জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের ড্রোন হামলার বিষয়ে একটি জরুরি বৈঠকের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে এরদান বলেছেন, 'ইরানের হামলা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি এবং আমি আশা করি– কাউন্সিল ইরানের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সব উপায় ব্যবহার করবে।' এমন অবস্থায় রবিবার বিকেলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি মাল্টা বলেছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি) রবিবার নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বিকেল ৪টায় একটি জরুরি বৈঠকে বসবে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের ড্রোন হামলার বিষয়ে জরুরি বৈঠকের জন্য জাতিসংঘে ইসরায়েলি দূতের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের পরপরই বৈঠকটি ডাকা হয়। উল্লেখ্য, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ককে ইরানি কনস্যুলেটে চালানো হামলার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে শতাধিক ড্রোন ছুড়েছে ইরান। রবিবার রাতে দখলদার ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে একের পর এক ড্রোন ছুড়তে থাকে ইরানের চৌকস বাহিনী ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের (আইআরজিসি) সেনারা। এসব ড্রোন একে একে ইসরায়েলের দিকে ছুটে যায়। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, তাদের বিমানবাহিনী শতাধিক ড্রোন শনাক্ত করেছে। যেগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ড্রোনের পর ইরান ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে বলেও জানা গেছে। অন্যদিকে, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়া রবিবার ইজরায়েলের তেলআবিবে সমস্ত ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, দিল্লি এবং তেল আভিভের মধ্যে সরাসরি সব ফ্লাইট আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া দিল্লি এবং ইজরায়েলি শহরের মধ্যে সাপ্তাহে চারটি ফ্লাইট চালায় । রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বেশ কিছুদিন ফ্লাইট বন্ধ থাকার টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এই এয়ারলাইনটি প্রায় পাঁচ মাস পর গত ৩ মার্চ তেলআবিবে তাদের বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু করে। ইসরায়েলি শহরে হামাসের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এয়ার ইন্ডিয়া গত ৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে দিল্লি-তেলআবিবের সমস্ত ফ্লাইট স্থগিত করেছিল । শনিবার টাটা মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে যে, তারা ইরানের আকাশসীমা এড়িয়ে চলবে। একইভাবে, ভিস্তারাও ঘোষণা করেছে যে এই পরিস্থিতির কারণে এই অঞ্চলের রুটগুলি পরিবর্তন করা হতে পারে এবং তাদের ফ্লাইটের রুট এবং সময় দীর্ঘায়িত হতে পারে। দুটি এয়ারলাইনই, এল আল ইসরায়েল এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়া ইসরায়েল ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালায়। প্যালেস্তাইনে যুদ্ধ এবং নতুন করে ইজরায়েল-ইরান উত্তেজনার মধ্যে এই অঞ্চলে উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ায়, মোদি সরকার দেশের নাগরিকদের ইরানে ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার পরামর্শ জারি করেছে। ভিস্তারার এক মুখপাত্র সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, "এর ফলে নির্দিষ্ট রুটে ফ্লাইটের সময় বেশি লাগতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হতে পারে। গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও পরিবর্তন করা হবে।উল্লেখ্য, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বারবার বিমান পরিষেবাকে ব্যাহত করে। কোথাও কোনও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হলেই ফ্লাইট বাতিল করা হয় বা নির্দিষ্ট এয়ার স্পেস এড়াতে বাধ্য হয় বিভিন্ন এয়ারলাইন। ২০২১ সালে আফগানিস্তান সরকারের পতন এবং তালিবানের উত্থানের পর থেকেই বাণিজ্যিক এয়ারলাইনগুলি ইসলামিক এমিরেত-এর আকাশসীমা এড়িয়ে চলে।

শুধু ২০২৪-এ গুগলে অনলাইন বিজ্ঞাপনে ৩৯ কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি

আপনজন ডেস্ক: গুগলের অ্যাডস ট্রান্সপারেন্সি সেন্টারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিজেপি ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে গুগলের মাধ্যমে প্রায় ৮০,৬৬৭টি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে কমপক্ষে ৩৯,৪১,৭৮,৭৫০ টাকা ব্যয় করেছে। গুগলের অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে, ২০২৪ সালের শুরু থেকে এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটির জন্য বিজেপির বিজ্ঞাপন ব্যয় ২ কোটি ছাড়িয়েছে। আর তাদের প্রচারের লক্ষ্যবস্তু হল উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান। বিজেপি গুগলে অ্যাড দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় করে, আর সবচেয়ে কম লাক্ষাদ্বীপে, ৫,০০০ এর কিছু বেশি। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত বিজেপির বিজ্ঞাপন ব্যয় বাড়তে থাকে এবং মার্চের শেষের দিকে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।প্রায় ২৯.৮ কোটি যা মোট ৩৯.৪ কোটি টাকার প্রায় ৭৫ শতাংশ, ব্যয় করা হয় গুগল ভিডিও বিজ্ঞাপনে। প্রায় ৯.৫৮ কোটি টাকা স্থির বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা হয়েছে। কংগ্রেস গুগল বিজ্ঞাপনগুলিতে ব্যয় করেছে আট কোটি টাকারও বেশি। এই বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে ৭৩৬টি বিজ্ঞাপনের জন্য প্রায় ৮ কোটি ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৫০ টাকা ব্যয় করেছে। কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রগুলি ছিল মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষ টার্গেট মহারাষ্ট্র, যেখানে ২.৩২ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। কংগ্রেসের নিজস্ব গুগল বিজ্ঞাপন খরচ শুধুমাত্র এপ্রিলের শুরু থেকে বাড়তে শুরু করে । বিজেপির মতো কংগ্রেসও ছবির চেয়ে গুগলের ভিডিও বিজ্ঞাপনের পক্ষপাতী। গুগলের নীতিমালা অনুযায়ী, ভারতে বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন পোস্ট করতে হলে যাচাই করতে হবে। ভৌগলিক অবস্থান (কোনও অবস্থানের চারপাশের ব্যাসার্ধ ব্যতীত), বয়স, লিঙ্গ এবং বিজ্ঞাপন প্লেসমেন্ট, বিষয়, সাইটগুলির বিরুদ্ধে কীওয়ার্ড, অ্যাপস, পৃষ্ঠা এবং ভিডিওগুলির মতো প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যবস্তু বিকল্পগুলির ভিত্তিতে দর্শকদের নির্বাচনী বিজ্ঞাপনগুলির সাথে লক্ষ্যবস্তু করা যেতে পারে । তবে, শ্রোতাদের লক্ষ্যবস্তু পণ্য, পুনঃবিপণন, গ্রাহক ম্যাচ, ভৌগলিক ব্যাসার্ধ লক্ষ্যবস্তু এবং আপলোড করা তালিকার মতো কৌশল ব্যবহার করার অনুমতি নেই। গুগল অ্যাড ট্রান্সপারেন্সি সেন্টারের ডেটা ক্রমাগত আপডেট করা হয়।

অভিষেকের কপ্টারে আয়কর হানা, চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের

আপনজন ডেস্ক: রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, আয়কর আধিকারিকরা কলকাতার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে তাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে হানা দিয়েছে। তৃণমূল অভিযোগ করেছে, বিরোধী প্রার্থীদের হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য বিজেপির এটি একটি চক্রান্ত। এক্স-এ একটি পোস্টে দলের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলদিয়া সফরের জন্য বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে হেলিকপ্টারটির ট্রায়াল রান চলছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ডিজি এবং এসপিকে @NIA_India সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, @ECISVEEP এবং @BJP4India আজ আমার হেলিকপ্টার এবং সুরক্ষা কর্মীদের তল্লাশি ও অভিযান চালানোর জন্য আয়কর অফিসারদের মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি।' তৃণমূল বলেছে, আয়কর আধিকারিকরা যখন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন মোদীর লোকজনের একটি হতাশ দল হেলিকপ্টারটিকে উড়তে দেয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তারক্ষীরা কারণ জানতে চাইলে তারা (আয়কর আধিকারিকরা) মৌখিক বচসায় লিপ্ত হন এবং হেলিকপ্টারটিকে বেআইনিভাবে আটক করার হুমকি দেন। তারা প্রতিটি ব্যাগ খুলে

হেলিকপ্টারের প্রতিটি কোণায় তল্লাশি চালান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই পদক্ষেপগুলি প্রমাণ করে, 'বাংলায় এলে বিজেপি কাঁপে... তারা আবার ক্ষমতায় আসার জন্য বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু তৃণমূল বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে মুখোমুখি দাঁড় করাবে এবং তাদের দিল্লির কর্তাদের নির্দেশে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির এই ভয় দেখানোর কৌশলে আমরা এক ইঞ্চিও নড়ব না।' ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দাবি, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা যখন অভিযানের ভিডিওগ্রাফি করেন, তখন আয়কর আধিকারিকরা জোর করে তা ডিলিট করে দেন। বিজেপিকে জমিদার তকমা দিয়ে তৃণমূলের মন্তব্য, ওরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু বাংলার প্রতিরোধের চেতনা কখনও টলাতে পারবে না। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রশ্ন তুলে বলেন, 'অফিসাররা কি বিমানে কিছু ফল ও মাছের স্যান্ডউইচ খুঁজে পেয়েছিলেন?'

প্রথম নজর

গনি খানের মূর্তিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শহর তৃণমূল কংগ্রেস এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মালদার রূপকার এ.বি.এ গনি খান চৌধুরী প্রয়াণ দিবস পালিত হল। রবিবার সকালে মালা পরিয়ে পায়ে ফুল দিয়ে ১৮ তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শহর সভাপতির নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, যুব নেতা সৌমিত্র সরকার, তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ মুখার্জী, মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, যুবকর্মী সোনক চৌধুরী, মাজারুল শেখ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। নরেন্দ্রনাথ বাবু বলেন, গনি খান সাহেব বাংলা তথা মালদার রূপকার ছিলেন। তিনি বাংলা তথা মালদার নজর কাড়া কাজ করায় মানুষ এখনো তাকে স্মরণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তাকে অনুসরণ করে এখনো চলেন। তাই তিনি এখনো অমর রহে।

বালুরঘাটে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

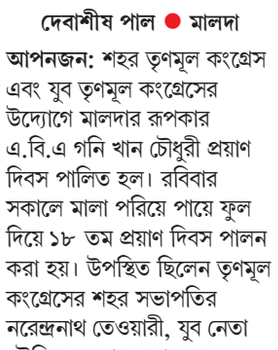

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড: সুকান্ত মজুমদারের হয়ে নির্বাচনি সভা করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বালুরঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠে আগামী ১৬ এপ্রিল জনসভা করবার কথা রয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যে জোরকদমে চলছে সভা মঞ্চ তৈরির কাজ। শনিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজে রেল স্টেশন সংলগ্ন সবার স্থলের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান। এ বিষয়ে ড: সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আগামী ১৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসতে চলেছেন বালুরঘাটে। সেই সভাস্থলের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলাম।' অন্যদিকে, রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সভা স্থলের হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

নিউটাউনে রেস্তোরাঁয় আগুন

মীর আনিসুল ● নিউ টাউন

আপনজন: নিউটাউনের সীমা পার্কের কাছে আরসেলান ও নিউ এভিনিউ হসপিটাল এর পাশে এক রেস্তোরাঁ থেকে আগুনটি ঘটে ঘটনাস্থলে বাগুইআটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ফায়ার ব্রিগেডের চারটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ করে্য। এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার কারণটি জানা যায়নি তবে স্থানীয় সূত্র অনুমান করা যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এই সময় হলদিরাম থেকে নিউ টাউনের রাস্তা পুরো জ্যাম হয়ে থাকে। বাগুইআটি থানা ও নিউটন থানার ট্রাফিকের তৎপরতায় আবার গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয় ঘটনাস্থলে রাজাহাট নিউটনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

নববর্ষের সন্ধ্যায় সপরিবারে কালীঘাটে পুজো অভিষেকের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: নববর্ষের শুরুতেই দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় মা দক্ষিণাকালীর আরাধনায় স্বপরিবারে কালীঘাটে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে নকুলেশ্বর মন্দিরে গিয়েও শিবের মাথায় জল ঢাললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে মা কালীকে আরতি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় নকুলেশ্বর ও কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। কালীঘাটের মাকে বেনারসি শাড়ি দিয়ে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হাতে আরতি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সামনেই লোকসভা ভোট আর দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে গত কয়েকদিন ধরে জেলায় জেলায় সফর করতে হয়েছিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গত বৃহস্পতিবার রেড রোডে ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার পরেই প্রচারের জন্য তিনি রওনা দিয়েছিলেন উত্তর বঙ্গে। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার সেরে কলকাতার ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী। কালীঘাটের বাড়িতে ফিরে সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে পুজো দিতে হাজির হন নকুলেশ্বর মন্দিরে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ প্রথম নকুল ঈশ্বর মন্দিরে তিনি পুজো দেন। এরপর সেখান থেকে জান কালীঘাটে মায়ের গর্ভ গৃহে। সেখানে মাকে বেনারসী শাড়ি উৎসর্গ করে পূজো দেন। যত কাজ থাকুক না কেন প্রতিবছর বঙ্গ বর্ষের শেষ দিনে চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় কালীঘাটে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যতদিন মা গায়েত্রী দেবী বেঁচেছিলেন ততদিন পয়লা বৈশাখে মাকে প্রণাম করে নতুন বছর শুরু করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের মৃত্যুর পর সেই রীতিতে ছেদ ঘটেছে। শনিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলাম। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম তিনি যেন সকলকে সুখে রাখেন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও জানিয়েছেন সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে সপরিবারে পুজো দেওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই ছবি দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান তিনি সকলের মঙ্গল কামনায় কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন।

কোচবিহার এবার ভোটের ইস্যু ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার শহর সংলগ্ন ফাঁসিরঘাটে তোর্ষা নদীতে সড়কসেতু তৈরি এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হয়েছে। অভিযোগ, বাম আমলে তো বটেই, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও এখানে এই সমস্যা মেটানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কোচবিহার আসনের সংসদ সদস্য নীতিশ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকেও একদম উদাসীন ছিলেন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে।প্রতিবার ভোটের আগে এই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও আখেরে কোনোবারই এই সমস্যা মেটানো হয় না বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ জানিয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনের ন্যায় ইতিমধ্যেই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরি এবং এবারে প্রথম এস ইউ সি আই পার্টির প্রার্থী দিলীপ বর্মন, দলীয় প্রচারে বেরিয়ে এই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তা ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে তা ফল বেরোনোর পরই স্পষ্ট হবে। কোচবিহার জেলার সড়ক যোগাযোগে শহর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা ফাঁসিরঘাটের প্রচুর গুরুত্ব বয়েছে। ঘুঘুমারি এড়িয়ে এই পথ ধরে কোচবিহার শহর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরত্ব কমে যায়। এতে যাতায়াতের খরচ ও সময় সাশ্রয় হয়। এজন্য কোচবিহার শহর, কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি, ঘুঘুমারি, মোয়ামারি, ফলিমারি, চান্দামারি, চিলকিরহাট, পাটছড়া, পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী, হাঁড়িভাঙ্গা, দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি, সিতাই, পেটলা সহ মাথাভাঙ্গা মহকুমার নিশিগঞ্জ এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ ফাঁসিরঘাটের ওপর নির্ভরশীল। রোজ সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এইসব এলাকার কয়েক হাজার মানুষ তোষা নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে এই পথে চলাচল করে। তবে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শীতের মরশুম বাদ দিয়ে বছরের অন্যান্য সময় সাঁকোর অস্তিত্ব থাকে না। নদীতে জলস্তর কম থাকলে কিছুদিন নৌকা দিয়ে পারাপার চললেও বর্ষায় সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে সময় কয়েক হাজার হাজার মানুষ বাধ্য হয়ে দীর্ঘ ঘুর পথ পেরিয়ে কোচবিহার শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ফাঁসিরঘাটে সেতু তৈরির দাবি সাধারণ মানুষের। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি । সংগঠনের তরফে বিভিন্ন সময় নাগরিক কনভেনশন, পথসভা , মিটিং, মিছিলের পাশাপাশি একাধিকবার জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সেতু তৈরির দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। একডাকে অভিষেক, দিদিকে বলোতেও গণফোন ফোন করে সেতুর দাবি নথিভুক্ত করে। পাশাপাশি জেলার সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিকেও দাবি জানায়। লোকসভা ভোটের আগে এই দাবি ফের জোরালো হয়েছে। ফাঁসিরঘাট পেরিয়ে যাতায়াতকারী হাঁড়িভাঙ্গার চন্দন বর্মন, চিলকিরহাটের দুলাল রায় , চান্দামারির সাইফুল ইসলাম, শুকটাবাড়ির মোস্তফা হক , গোসানিমারির প্রদীপ কুমার , টাপুরহাটের সুজিত ধর, কোচবিহারের রঞ্জন রায় প্রমুখ জানান, এখানে সেতু তৈরি হলে যাতায়াত অত্যন্ত সহজ হবে, ফলে কম সময় ও খরচে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সম্পাদক মনিরুজ্জামান ব্যাপারী বলেন, 'এখানে সেতু তৈরি হলে কোচবিহার জেলার সড়ক যোগাযোগে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজ এই দাবির পাশে দাঁড়িয়েছে।'

সাজদার জয়ের ব্যবধান বৃদ্ধির ডাক পুলকের

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: পাখির চোখ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান বাড়ানো। আর সেই জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার পাশাপাশি উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকাতেও ১৭ জনের নির্বাচন কমিটি ঘোষণা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। আর তৃণমূলের উলুবেড়িয়ার এই ১৭ জন নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়-কে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে রবিবার আমতা বিধানসভায় লোকসভা নির্বাচনী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।যেখানে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের নির্বাচন কমিটির সভাপতি তথা বিধায়ক অরুনাভ সেন,কনভেনর তথা বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা,দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ,বিধায়ক সুকান্ত পাল,ডা. নির্মল মাজি,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়াণ দিবস পালন

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা মানভূমের মাতৃভাষা বাংলা রক্ষা আন্দোলনের কান্ডারী পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রথম সাংসদ তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের ৫০ তম প্রয়াণ দিবসে পুরুলিয়া শহরের তেলকল পাড়া শিল্পাশ্রমে তার ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ১৯২২ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর মানভূমের মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার। ১৯৪৮ সালের কংগ্রেস ত্যাগ করে লোকসেবক সংঘ গঠন করেন। ১৯৫৭ সালে লোক সেবক সংঘের হয়ে প্রথম সাসদ নির্বাচিত হন পুরুলিয়া কেন্দ্র থেকে। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পুরুলিয়া কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী হন।

তৃণমূলের নয়া নির্বাচনী অফিস হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়ে গেল পয়লা বৈশাখে। রবিবার সকালে মধ্য হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। পাশাপাশি বাংলা নববর্ষের এই দিনে বাংলা দিবস উদযাপন করা হয় দলের তরফে। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, এই কার্যালয় থেকেই আগামী লোকসভা ভোটের সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হবে বলে।

নববর্ষের দিনে বোলপুরে পথ অবরোধ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই ফের পথ অবরোধ বোলপুরের মকরমপুরে। প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। রবিবার সকালে রাস্তার মধ্যে যে গর্তগুলি রয়েছে সেগুলি সংস্কারের নামে কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে খানা-খন্দে মাটি ফেলা হচ্ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। উল্লেখ্য স্থানীয় বাসিন্দারা জানান রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কার করতে হবে সেই দাবিতে পথ অবরোধ শুরু করেন।

আম্বেদকরের জন্মদিনে সংবিধান রক্ষার ডাক এসডিপিআইয়ের

আলম সেখ ● সাগরদিঘী

আপনজন: রবিবার ডঃ আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘীতে একটি জনসভার আয়োজন করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাগরদিঘী বিধানসভা কমিটি। জনসভার পূর্বে সাগরদিঘীর গোটা বাজার পরিক্রমা করে পূর্ব রেল গেটে শেষ হয়। কয়েকশো কর্মী মিছিলে হাঁটেন। মিছিলে সামিল হন দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম , জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মোঃ সাহাবুদ্দিন, ঝাড়খণ্ডের রাজমহল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জনতু সোরেন। বিজেপি সহ তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিআইএম সকলের বিরুদ্ধেই সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। তায়েদুল ইসলাম বলেন, ডঃ আম্বেদকর ভারতকে নিয়ে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া কাজ করে চলেছে। এসডিপিআই-এর নীতি আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ঝাড়খণ্ডের রাজমহল লোকসভা কেন্দ্রের এসডিপিআই প্রার্থী জনতু সোরেন। দেশের উন্নয়নে ডঃ আম্বেদকরের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী বিনয় প্রামাণিক। মুহাম্মাদ সাহাবুদ্দিন বলেন ভারতের সমস্ত জায়গা ব্রাহ্মণদের হাতে চলে গেছে এর পিছনে শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস, সিপিআইএম, তৃণমূল সমস্ত রাজনৈতিক দলের মৌন সমর্থন রয়েছে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই-এর উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি মোঃ জাইসুদদিন এবং সাগর দিঘী বিধানসভা সভাপতি রুহুল আমিন, জেলা সহ সভাপতি অশোক কুমার দাস।

নদীতে তলিয়ে গেল দুই ছাত্র

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নববর্ষের প্রথম দিনে সর্বশ্রান্ত পরিবার, স্নান করতে নেবে তলিয়ে গেল দুই ছাত্র। মৃত অবস্থায় উদ্ধার এক ছাত্র, বাকি এক ছাত্রের খোঁজে চলছে তল্লাশি।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বাংলা নববর্ষের দিনে নবদ্বীপ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নয়ন তারা ঘাটে। উদ্ধার হওয়া ওই কিশোরের নাম আদিজিৎ পাল, বয়স আনুমানিক ১৭, তার বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার মালঞ্চ পাড়া এলাকায়। অপর নিখোঁজ কিশোরের নাম কৌস্তব পাল (১৭), তার বাড়ি শহরের মঙ্গলচন্ডীতলা এলাকায়। দুজনেই একটি নামি বেসরকারি স্কুলের ছাত্র। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়,বাংলা নববর্ষের সকালে নয়নতারা ঘাটে স্নান করতে নামে ৪ জন ছাত্র। সেই সময় স্নান করতে গিয়ে কোনও ভাবে ২ ছাত্র তলিয়ে যায়। দুজন কোনও রকমে পাড়ে উঠে আসে। খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ডুবড়ি নামিয়ে এক ছাত্রকে উদ্ধার করে। তলিয়ে যাওয়া অপর ছাত্রের খোঁজ চালাচ্ছে দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। উদ্ধার হওয়া ওই ছাত্রকে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোলার লাইট বসানো ঘিরে ফের বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট বেজে গেছে।ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো সব নিজ নিজ দলীয় কোন্দল মিটিয়ে একত্রে চলা এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার সংকল্প নিয়ে কাঠফাটা রৌদ্র উপেক্ষা করে প্রচার অভিযানে ব্যাস্ত ঠিক তখনই কাটমানির অভিযোগে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।ঘটনার ক্রম থানা পর্যন্ত পৌছায় এবং চার জন দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত পুলিশ একজন বিজেপির কর্মীকে আটক করেছে।ঘটনাটি রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের বিজেপি পরিচালিত কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে,ঘটনার মূল সূত্রপাত নব্য বিজেপি বনাম পুরাতন বিজেপির সঙ্গে।রবিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার গুগ গ্রামে সোলার লাইট বসানো কে কেন্দ্র করে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি। কাষ্টগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পিঙ্কি মন্ডল অসুস্থ থাকায় তার স্বামী সোলার লাইট বসানোর জন্য ঠিকাদার তথা মিস্ত্রিদের জায়গা দেখাতে গিয়ে অশান্তির সৃষ্টি বলে খবর। কোন কোন জায়গায় লাইট গুলো বসানো হবে সেই কাজটি তদারকি করার জন্যই প্রধানের স্বামীকে হেনস্তা এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। এটা মূলত বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বলে দাবি করেন প্রধান ও তার স্বামী। এদিন হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছে নয়টি পঞ্চায়েতের বিজেপি কনভেনার জয়দেব পালের নেতৃত্বে হচ্ছে বলে প্রধানের স্বামীর বক্তব্য। উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও বিজেপির মন্ডল সহসভাপতি প্রবোধকুমার সাহার নেতৃত্বে টেন্ডার ডাকাকে কেন্দ্র করে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত প্রধান পিঙ্কি মন্ডল কে কাষ্টগড়া পঞ্চায়েতের মধ্যে হেনস্থা করা হয়েছিল। প্রধানের স্বামীর আরও দাবি করেন যে, সিপিএমের থেকে যারা বিজেপিতে যোগদান করেছে তারাই এদিন আমাকে মারধর করেছে। এই বিষয়ে আমি রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। ওরা বিজেপিতে যোগদান করেছে ঠিকই, কিন্তু ওরা আজও মনেপ্রাণে সিপিএম ভক্ত। ইতিমধ্যে রামপুরহাট থানার পুলিশ হামলার অভিযোগে চার অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করে এবং বাকি তিনজন পলাতক বলে খবর।

পয়লা বৈশাখে নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীদের উপহার দিলেন নারায়ণ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁয় যে সমস্ত বাজার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বনগাঁ নিউ মার্কেট। এই নিউমার্কেটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাজার পরিচালন সমিতি 'নিউমার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতি'র সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নিউমার্কেটের পাঁচ শতাধিক ব্যবসায়ীর হাতে ১লা বৈশাখে প্রতিবছরের মত মিষ্টি এবং নতুন বছরের উপহার তুলে দিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিইউসি'র সভাপতি ও 'নিউমার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতি'র সম্পাদক নারায়ণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী সভাপতি নৃত্য গোপাল দাস সহ অন্যান্যরা। ফল-ফুল, শাক-সবজি, মুদি দ্রব্য থেকে শুরু করে মাছ-মাংস সহ সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিপুলসম্ভার রয়েছে এই বাজারে। জানা গিয়েছে বনগাঁর বহু সাধারণ মানুষ নিউমার্কেট থেকেই দৈনন্দিন বাজার করেন। বিপুল সংখ্যক ক্রেতা বিক্রেতাদের উপস্থিতিতে সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি, রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির ইত্যাদির আয়োজন করে নিউমার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি। পয়লা বৈশাখের দিনও ব্যবসায়ীদের হাতে ব্যাগ এবং মিষ্টি তুলে দিয়ে তৃণমূল শ্রমিক নেতা নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি'র সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং নিউমার্কেটে আগত ক্রেতা সাধারণদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১লা বৈশাখের দিনও আমরা ব্যবসায়ীদের হাতে মিষ্টি এবং উপহার তুলে দিলাম।' পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন নারায়ণ ঘোষ।

এক টাকার বইমেলা, নয়া আঙ্গিকে ঈদ মিলন উৎসব দেগঙ্গার স্কুলে

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● দেগঙ্গা

আপনজন: শনিবার দেগঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় বরকতি চিলড্রেন একাডেমিতে এক টাকার বইমেলা, ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ম্যাজিক শো নিয়ে সারাদিন ধরে চলল ঈদ মিলন উৎসব ২০২৪ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফারুখ আব্দুল্লাহ, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সামসাদ বেগম, বিশিষ্ট গজল শিল্পী গোলাম রসুল। এই ঈদ মিলন উৎসবে 'এক টাকার বই মেলা' সকলের নজর কেড়েছে। এক টাকার বিনিময়ে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণীর বেসরকারি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের নামিদামি প্রকাশনের বই। এছাড়াও কবিতা,গল্প,নাটক সহ ইসলামিক নানান ধরণের বই কিনতে ঢল নামে অভিভাবক অভিভাবিকাদের। এলাকার নানান প্রান্ত থেকে ছোট থেকে বড় সব বয়সীর মানুষ অনুষ্ঠানে ভিড় জমায়। এদিনের অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের হার্টের নানান সমস্যা ও তার চিকিৎসার জন্য সচেতনতা করেন ডাক্তার মীর মিনহাজ। এদিনের অনুষ্ঠানে ম্যাজিক শো দেখাতে আসেন ম্যাজিসিয়ান আর কে সরকার। এছাড়াও শিশুদের আনন্দ দানের জন্য ছিল মিকি মাউস ও জাম্পিং এর ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মধ্যে সেক্রেটারি হাশিম আব্দুল হালিম বরকতি (মুকুল), প্রেসিডেন্ট আরিফ আব্দুল হাফিজ বরকতি (বকুল) ও ট্রেজারার কাজী রোজিনা জামান। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গউস মোস্তফা, সাবানা খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, তুহিনা, মারিয়াম ও অনু বিশ্বাস সহ আরো অনেকেই। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে মোফাস্সেল পাইক।

প্রথম নজর

ইরানের হামলার পরেই বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলার পর বৈশ্বিক বেঞ্চমার্কে প্রতি ব্যারেল ক্রুড তেলের দামে উঠেছিল ৯২.১৮ ডলার, যা অক্টোবরের পর থেকে সর্বোচ্চ।
এবার ইসরায়েলে ইরানের হামলার পরেই বিশ্ববাজারে তেলের দাম আরো বেড়ে গেছে।
এখন এই দাম কোথায় গিয়ে ঠেকে তা নির্ভর করছে দুদেশের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর। ইসরায়েল যদি ইরানে পাল্টা হামলা চালায় এবং ইরানও যদি তার জবাব দিতে থাকে তাহলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে।
বিশ্বে প্রতিদিন যে জ্বালানি তেলের চাহিদা রয়েছে তার বেশিরভাগ সরবরাহ হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে।
ইরান নিজেও একটি বৃহৎ জ্বালানি তেল সরবরাহকারী দেশ।
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থেকে বিশ্ববাজারে যে জ্বালানি তেল সরবরাহ হয়ে থাকে, তার একটি বিরাট অংশ যায় ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এর পার্শ্ববর্তী জলপথ দিয়ে।
ইরান ইসরায়েল সংঘাত হলে এসব সরবরাহ চ্যানেল বন্ধ করে দেবে ইরান। ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে।
প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে ইসরায়েলে সরাসরি হামলায় চালায় ইরান।

ইসরায়েল আক্রমণে ইরানের সঙ্গে যোগ দিল হিজবুল্লাহ ও হুথিরা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল আক্রমণে ইরানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে হিজবুল্লাহ এবং হুথি বিদ্রোহীরা। খবর টাইমস অফ ইসরায়েলের।
হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, কিছুক্ষণ আগে গোলান হাইটসে ইসরায়েলি সেনা ঘাঁটিতে লেবানন থেকে কয়েক ডজন রকেট দিয়ে হামলা করেছে তারা।
নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে বলেছে, ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা ইরানের সঙ্গে সমন্বয় করে ইসরায়েলে একাধিক মানববিহীন স্বয়ংক্রিয় ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। তেহরান টাইমস জানিয়েছে, ইরান তাদের প্রসিদ্ধ শাহেদ-১৩৬ মডেলের শতাধিক ড্রোন দিয়ে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা শুরু করেছে। এই প্রথম ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে সরাসরি ইরান হামলা চালালো।
এই হামলার লক্ষ্যবস্তু কী তা এখনও স্পষ্ট নয়।
তার কিছুক্ষণ পর ইরান ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপেরও দাবি করেছে। তবে সবগুলো হামলা ব্যর্থ করে দেওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।
এই হামলাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। মিশর, জর্ডান, লেবানন, ইরাকসহ সবগুলো দেশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
এদিকে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা আশতিয়ানি হিব্রু ভাষায় এক্সে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কোনো দেশ যদি ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আকাশসীমা মুক্ত করে দেয়, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে ইরান সেটার ব্যাবস্থা নেবে।
গত ১ এপ্রিল সিরিয়ায় তেহরানের কনস্যুলেটে হামলার পর ইরান প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। ইরান এ হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করছে। হামলায় একাধিক ইরানি কমান্ডার নিহত হন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আমোস ইয়াদলিন দেশটির চ্যানেল ১২ নিউজকে বলেছেন, ইরানি ড্রোনগুলো প্রতিটি ২০ কেজি করে বিস্ফোরক দিয়ে সজ্জিত।

ইসরায়েলে হামলার পর ইরানে আনন্দ মিছিল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের মাটিতে কয়েক ডজন ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও দ্রুত গতির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে ইরান। এতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মিছিল করেছে শত শত ইরানি নাগরিক। দেশটির বিভিন্ন স্থানে এই মিছিল হয়েছে।
ইসরায়েলে চালানো হামলা উদযাপন করতে অনেকেই জড়ো হন তেহরানে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের সামনে। সেখানে বহু মানুষকে ইরানের পতাকা হাতে দেখা যায়।
তাছাড়া ফিলিস্তিনের বড় একটি পতাকা নিয়ে অনেকেই জড়ো হন তেহরানের ফিলিস্তিন স্কয়ারে।
প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায়, ফিলিস্তিন স্কয়ারের কাছে মোটরসাইকেলের পেছনে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়াচ্ছেন একজন। এ সময় একজন ডামি বুলেট হাতে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে কয়েক ডজন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে তারা।
ইসরায়েলও হামলার তথ্য নিশ্চিত করে বলেছে, তেহরান হামলা শুরু করেছে। ইরানের হামলা শুরু হওয়ার পরই তেল আবিব ও জেরুজালেমসহ ইসরায়েলজুড়ে সতর্ক সংকেত বাজানো হয়। তবে ইরানের নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের অধিকাংশই ভূ-পাতিত করা হয়েছে। এঘটনায় এখনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে অনেকেই আহত হয়েছেন।
গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানীতে ইরানি কনস্যুলেটে হামলায় ইরানের দুই জেনারেলসহ ১৩ জন নিহত হন। কেউ দায়ভার স্বীকার না করলেও এ হামলা ইসরায়েল চালিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।
এ ঘটনার পরপরই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেয় তেহরান।

ইসরায়েলে ইরানের হামলা: জি-৭ নেতাদের প্রতিক্রিয়া চান বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সামরিক স্থাপনায় ইরানের ড্রোন হামলার নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।
একইসঙ্গে ইসরায়েলকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।
শনিবার (১৩ এপ্রিল) রাতে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ইরানের হামলার সমন্বিত প্রতিক্রিয়া জানাতে জি৭ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাবেন বাইডেন। ইরানের হামলার খবর শুনে, দেলাওয়ারের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে শনিবারই ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন বাইডেন। রাজধানীতে ফিরেই জাতীয় নিরাপত্তা দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের হামলায় মার্কিন বাহিনী এবং স্থাপনাগুলো টার্গেট করা হয়নি।
তবে ইসরায়েলে আক্রমণকারী ইরানের প্রায় সব ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রতিহত করতে মার্কিন বাহিনী সহয়তা করেছে।
তবে মার্কিন বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও আক্রমণে অংশ নেবে না বলেও জানানো হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে টেলিফোনে জেরুসালেমকে নিরাপত্তার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, ইসরায়েলে মার্কিন বাহিনী বা মার্কিন বাহিনীর স্থাপনাগুলোতে কোনও হামলা না হলেও, পুরো অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলের প্রতিপক্ষের হুমকির প্রতি সজাগ থাকবে তার বাহিনী। ইসরায়েলি নেতাদের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হবে। বাইডেন বলেন, আগামীকাল, আমি ইরানের নির্লজ্জ আক্রমণের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করতে আমার সহকর্মী জি৭ নেতাদের আহ্বান করব। স্থানীয় সময় শনিবার ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে কয়েক ডজন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান। ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ নিতেই এ হামলা বলে জানানো হয়েছে ইরানের পক্ষ থেকে। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলেরই নেতৃস্থানীয় আইনপ্রণেতারা ইরানের হামলার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে পাবনায় বৈশাখী উৎসব ও মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে স্কয়ার গ্রুপ। 'হৃদয় নাচে বৈশাখী সাজে' স্লোগানে বর্ণিল শোভাযাত্রাটি জেলা শহরের স্বাধীনতা চত্বর থেকে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে গিয়ে শেষ হয়। আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা, ১৪ এপ্রিল।

ইরানে ইসরায়েলি পাল্টা হামলায় সমর্থন দেবে না আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলার জেরে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে ইরান। রোববার (১৪ এপ্রিল) রাতের এই প্রতিশোধমূলক হামলায় দুই শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়।
ইরানের এই হামলার পর তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
এ সময় বাইডেন নেতানিয়াহুকে সাফ জানিয়ে দেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের হামলার ঘটনায় নিন্দা জানালেও পাল্টা হামলায় অংশ নেবে না, এমনকি পাল্টা হামলায় ইসরায়েলকে সমর্থনও দেবে না।
তার মতে, পাল্টা হামলা ওই অঞ্চলে আঞ্চলিক যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলবে। তিনি নেতানিয়াহুকে বলেন, 'আপনি বিজয় পেয়েছেন এবং তা ধরে রাখুন।' একথা বলার পর নেতানিয়াহু বাইডেনকে বলেন যে, তিনি বুঝে গেছেন।
এদিকে ইরানে ইসরায়েলি পাল্টা আক্রমণের বিরোধিতা করলেও দেশটির বিরুদ্ধে তেল আবিবের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে সমর্থন দেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাইডেন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তার প্রতি আমাদের সমর্থন লৌহদৃঢ়।
যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের জনগণের পাশে দাঁড়াবে এবং ইরানের এই হুমকির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করবে। উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বিমান হামলা হয়। এতে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) আল-কুদস ফোর্সের দুই শীর্ষ জেনারেলসহ সব মিলিয়ে ১১ জন নিহত হন। ইসরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও ইরান ইসরায়েলকেই এর জন্য দায়ী করে আসছে।

ইসরায়েলে ইরানের হামলা, প্রতিক্রিয়া চিনের

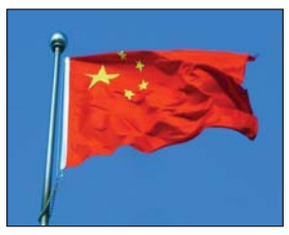

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে ইরানের হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলের ওপর ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলার প্রতিক্রিয়ায় জারি করা এক বিবৃতিতে সব পক্ষকে 'শান্ত থাকা ও ধৈর্য' ধরার আহ্বান জানিয়েছে। রোববার (১৪ এপ্রিল) স্থানীয় সময় রাতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া শুরু হয়। ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ইরানের প্রথম কোনো সরাসরি হামলা এটি। সম্প্রতি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবস্থিত ইরানি কনস্যুলেটে হামলা ও ১৩ জনের নিহতর ঘটনায় বদলা হিসেবে ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে এ হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি)। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চলমান পরিস্থিতিতে গাজা সংঘাত আরো দীর্ঘ হবে। সংঘাত এখনই শেষ হওয়া উচিত। বিবৃতিতে চীনা মুখপাত্র আরো বলেন, গত ২৫ মার্চ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়নে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে প্রভাবশালী দেশগুলোকে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছে। চীন গত বছর ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিল। রয়টার্স একপ্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, চীন ইরানকে ইরান-সমর্থিত হুথিদের দ্বারা লোহিত সাগরে জাহাজে হামলার লাগাম টেনে ধরতে বা বেইজিংয়ের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষতির ঝুঁকিতে সাহায্য করতে বলেছিল। এর আগে ইরানে চীনা দূতাবাস রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিসিটিভি অনুসারে দেশটিতে থাকা চীনা নাগরিক এবং সংস্থাগুলোকে নিরাপত্তা সতর্কতা জোরদার করার পরামর্শ দিয়েছে। চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স রোববারের জন্য ইরানের একটি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং হাইনান এয়ারলাইনস বলছে যে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রবিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়, সৌদি আরব এই অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সব পক্ষকে সংযমের সর্বোচ্চ স্তর ধরে রাখার এবং এই অঞ্চল ও এর জনগণকে যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে।
সৌদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছে এবং সতর্ক করেছে, 'এই সমস্যা বেড়ে গেলে গুরুতর পরিণতি হবে।'
ইরান ইসরায়েলের ভূখণ্ডে সরাসরি প্রথম আক্রমণ শুরু করেছে।
গতকাল শনিবার গভীর রাতে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ২০০টির বেশি বিস্ফোরক ড্রোন ছোড়ে ইরান। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, ইরান প্রচুর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যার বেশিরভাগই ইসরায়েলের সীমান্তের বাইরে আটকানো সম্ভব হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০টিরও বেশি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে বলে তিনি জানান। হাগারি আরো বলেন, ইরানি হামলায় ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনার হালকা ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী এখনও হুমকির মোকাবেলা করছে। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, 'এ হামলার কড়া জবাব দেওয়া হবে।'

ইরানের পরবর্তী টার্গেট হতে পারে 'জর্ডান'

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলে চালানো ইরানের হামলার সময় দেশটির সহায়তায় এগিয়ে আসার বিষয়ে জর্ডানকে সতর্ক করেছে ইরান। রোববার (১৪ এপ্রিল) ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্সের বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, তেহরানের প্রতিশোধমূলক হামলার সময় জর্ডান ইসরাইলকে কোনো ধরণের সহায়তা করে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখছে ইরান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০১ মি.

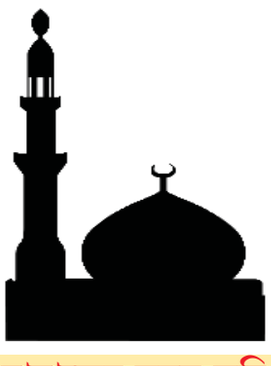

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৩	৫.১৬
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০১	
এশা	৭.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

গাজায় নিহত বেড়ে ৩৩৭২৯

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ৬২ জন। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে ৩৩ হাজার ৭২৯ জন ফিলিস্তিনি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। তাদের ভাষ্য, ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে এ পর্যন্ত আহত হয়েছে ৭৬ হাজার ৩৭১ জন ফিলিস্তিনি। গত ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর গাজা যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে ইসরায়েলে এক হাজার ১৭০ জন নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য এরদোগানের প্রতি পোপের কৃতজ্ঞতা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস।
শনিবার ভ্যাটিকানে অবস্থিত তুর্কি দূতাবাসের সদর দফতর থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক প্রধান আলি এরবাশ। এর আগে পোপের সাথে তার সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
ওই বিবৃতিতে এরবাশ বলেছেন, বিশ্বশান্তি বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস।
পোপ ফ্রান্সিস এরদোগানকে প্রভাবশালী বিশ্বনেতাদের একজন হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যারা কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করেন।
এ সফরে এরবাশ প্রেসিডেন্ট এরদোগানের পক্ষ থেকে পোপের কাছে একটি চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন। চিঠিতে ফিলিস্তিন ও গাজা উপত্যকার উন্নয়ন সম্পর্কে বার্তা দেয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় শপিং মলে হামলা, সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি শনাক্ত

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে একটি শপিং মলে ছুরিকাঘাতে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো কয়েকজন।
আহতদের বেশির ভাগের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গতকাল শনিবার (১৩ এপ্রিল) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনির বন্ডি জাংশন শপিং সেন্টারে এই হামলা ঘটে।
এ ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তিনি পুলিশের গুলিতে গতকাল নিহত হয়েছেন।
নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের সহকারী কমিশনার অ্যান্থনি কুক রবিবার বলেছেন, ওই ব্যক্তি উত্তর-পূর্ব রাজ্য কুইন্সল্যান্ড থেকে এসেছিলেন।' তিনি বলেন, 'তবে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তেমন কিছু নেই... এমন কোনো প্রমাণও সংগ্রহ করা যায়নি।'
শনিবার ঘটনাস্থলে একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ নারীর গুলিতে নিহত ৪০ বছর বয়সী সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির নাম জোয়েল কাউচি।
ফেসবুক প্রোফাইল থেকে জানা গেছে, তিনি ব্রিসবেনের নিকটবর্তী তুওউম্বা শহর থেকে এসেছিলেন এবং স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। তার ডান বাহুতে একটি স্বতন্ত্র ধূসর, লাল এবং হলুদ ড্রাগনের ট্যাটু আঁকা আছে বলে কুক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন।

আরেকটি যুদ্ধের ভার বহন করতে পারবে না বিশ্ব: জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলে ইরানের সর্বশেষ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেন, 'বিশ্ব আরেকটি যুদ্ধের ভার বহন করতে পারবে না।' মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ফ্রন্টে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের কারণ হতে পারে- এমন যে কোনো পদক্ষেপ এড়াতে সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বানও জানিয়েছেন গুতেরেস।
ইসরায়েলে ইরানের আক্রমণের পর নিন্দা জানিয়ে তিনি এই দ্বন্দ্ব বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন।
জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, অঞ্চলব্যাপী (মধ্যপ্রাচ্য) বিধ্বংসী উত্তেজনার প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমি সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি। তারা এমন কোনো পদক্ষেপ যেন না নেয়, যা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ফ্রন্টে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের কারণ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমি বারবার জোর দিয়ে বলেছি, এই অঞ্চল বা বিশ্ব আরেকটি যুদ্ধের ভার বহন করতে পারবে না।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা, ২ বৈশাখ ১৪৩১, ৫ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

আন্দোলন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন–দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা–যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে–দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে–তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।

বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়–এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

মারওয়ান বারগুতিই কি ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ কান্ডারি/১

ফিলিস্তিনের যেকোনো বড় অভ্যুত্থানে কয়েক দশক ধরে একটি নাম জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে–মারওয়ান বারগুতি (৬৪)। হত্যাসহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত বারগুতি ২০ বছর ধরে ইসরায়েলের কারাগারে আটক। অথচ ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফিলিস্তিনকে এই অচলাবস্থা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। তিনিই পারেন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা এনে দিতে। লিখেছেন শেখ সাবিহা আলম।

ফিলিস্তিনের যেকোনো বড় অভ্যুত্থানে কয়েক দশক ধরে একটি নাম জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে–মারওয়ান বারগুতি (৬৪)। হত্যাসহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত বারগুতি ২০ বছর ধরে ইসরায়েলের কারাগারে আটক। অথচ ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফিলিস্তিনকে এই অচলাবস্থা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। তিনিই পারেন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা এনে দিতে।

আপনি ফিলিস্তিনের পথে পথে, ইসরায়েলের তৈরি কংক্রিটের দেয়ালে বারগুতির গ্রাফিতি দেখতে পাবেন। হাতকড়া পরা হাতটি মাথার ওপর তুলে ধরে আছেন মারওয়ান বারগুতি। অথচ কী আশ্চর্য! দুই দশকের কারাজীবন তাঁর চোখের জ্যোতি কিংবা বুকের বল–কোনোটিই কেড়ে নিতে পারেনি।

কত দফা যে বারগুতি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই কারাবরণ তাঁকে তাঁর মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোর প্রতিটিতে তিনি এগিয়ে আছেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতা মাহমুদ আব্বাসের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছেন ৪০ পয়েন্ট। এমনকি কট্টরপন্থী হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়েকেও তিনি পেছনে ফেলেছেন।

হামাস বলুন, কিংবা ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা, সবাই একমত, ফিলিস্তিনকে নেতৃত্ব দিতে পারেন একমাত্র বারগুতিই।

কিন্তু মারওয়ান বারগুতি কি মুক্তি পাবেন? সম্ভবত খুব শিগগির তাঁর মুক্তির কোনো আশা নেই। বারগুতি মুক্তি পেলে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের যে আলোচনা, তাতে তাকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। অনেকেই মনে করেন, যেকোনো উপায়ে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁকে অন্তরীণ রাখবেন।

খবর বেরিয়েছে, নেতানিয়াহুর সরকার শুধু মারওয়ান বারগুতিকে আটকে রাখেনি, ৭ অক্টোবরের পর অবর্ণনীয় অত্যাচারও চালিয়েছে।

মারওয়ান বারগুতির ছেলে আরব তাঁর বাবার ওপর ঘটা সাম্প্রতিক নির্যাতন সম্পর্কে বলেন, '১৮ মার্চ আমরা এক আইনজীবীর কাছে খবর পাই, একজন কারাবন্দী তাঁকে দেখেছেন। বাবার মুখমণ্ডল রক্তে ভরে ছিল। এক চোখ ছিল লাল। পাঁচ মাস ধরে তাঁর ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো হয়েছে। তাঁকে রাখা হয়েছে একটি প্রকোষ্ঠে।'

মারওয়ান বারগুতির ছেলে আরও বলেন, দিনরাত তাঁর বাবার কানের কাছে উচ্চ শব্দে ইসরায়েলের জাতীয় সংগীত ও ইসরায়েলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছেড়ে রেখেছেন কারারক্ষীরা।

চিকিৎসাসেবা ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনো সুযোগ তিনি পাননি। যে প্রকোষ্ঠে তাঁকে রাখা হয়, সেখানে বিদ্যুৎ নেই। তাঁর ওজন ১০ কেজি কমে গেছে।

৭ অক্টোবর বেসামরিক মানুষের ওপর হামলাকে অভিনন্দন জানিয়ে বারগুতি কোনো চিঠি লেখেননি বলে দাবি করেছেন বারগুতি ও তাঁর স্ত্রী আইনজীবী ফাদওয়া বারগুতি। পশ্চিমাদের চাপে শেষ পর্যন্ত বারগুতি আইনজীবী পেয়েছেন। ইসরায়েলের একজন শীর্ষ মানবাধিকার আইনজীবী তাঁর পক্ষে আদালতে অভিযোগ জানালে আবারও তাঁকে ইসরায়েলের কেন্দ্রে রিমোনিম কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

বারগুতির ওপর নির্যাতন চালিয়ে ইসরায়েল এ বার্তা দিতে চায় যে তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে।

কিন্তু বারগুতি কেন হঠাৎ আলোচনায়?

এ মুহূর্তে ইসরায়েলের মিত্র ও আরব প্রতিবেশীরা যুদ্ধোত্তর গাজার শাসন নিয়ে আলোচনা করছেন। স্বাভাবিকভাবেই এর নেতৃত্বের প্রসঙ্গটিও উঠছে জোরেশোরে। এমন অভূতপূর্ব, ধ্বংসাত্মক ও প্রাণক্ষয়ী যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনকে নেতৃত্ব দিতে আরেকজন ইয়াসির আরাফাত প্রয়োজন। লন্ডভন্ড হওয়া গাজায় আর যে-ই নেতৃত্বে আসুন, ৮৮ বছর বয়সী অত্যন্ত অজনপ্রিয় নেতা মাহমুদ আব্বাসকে মেনে নিতে কেউই প্রস্তুত নন।

গার্ডিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সাবেক উচ্চপদস্থ ইসরায়েলি নৌ কমান্ডার, শিন বেত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্য আমি আয়ালন বলেন, 'মারওয়ান বারগুতিই সেই লোক। আপনি ফিলিস্তিনে ভোটের ফল দেখুন। তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি ইসরায়েলের প্রতিবেশী হিসেবে ফিলিস্তিনকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। প্রথমত, তিনি দুই রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয়ত, তিনি আমাদের জেলে বসেও জনগণের কাছে বৈধতা পেয়েছেন।'

কট্টরপন্থী হামাস, যাদের সঙ্গে ফাতাহর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে, তারাও কেন বারগুতির মুক্তি চাইছে, সে বিষয় পরিষ্কার নয়। ধারণা করা হয়, ইসমাইল হানিয়েসহ হামাসের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধারণা করছে, ভয়ংকর এই যুদ্ধের পর মারওয়ান বারগুতির মুক্তি ফিলিস্তিনিদের কাছে কিছুটা হলেও তাদের মুখ রক্ষা করবে।

মারওয়ান বারগুতি কে? কেনইবা তিনি গুরুত্বপূর্ণ?

অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ১৯৫৯ সালে মারওয়ান বারগুতির জন্ম। পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন যখন শুরু হয়, তখন তাঁর বয়স ৮। ১৫ বছর বয়সে তিনি ফাতাহ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ওই বছরই সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ততার অভিযোগে ইসরায়েলিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কারণ, বহুধাবিভক্ত ফিলিস্তিনে বারগুতি একজন মধ্যপন্থী নেতা। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কিংবা ইসলামপন্থী–দুদলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত কারাগারে। পশ্চিমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে নাখোশ হামাসও বারগুতির মুক্তি চায়। এ কথা বলার কারণ, পশ্চিমাদের মধ্যেও বারগুতির বন্ধু আছেন।

১৯৭৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ইসরায়েলি কারাগারে তাঁকে অকথ্য নির্যাতন ও জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল। কারাব্যবস্থা সম্পর্কে বারগুতি পরে বলেছিলেন, ইসরায়েল একটা বেআইনি ব্যবস্থা জারি করে যথেচ্ছাচার করছে।

২০১৭ সালে কারাগারে তিনি অনশন আন্দোলন শুরু করেন, ওই সময়ে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে তিনি তাঁর জেলজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন।

বারগুতি লেখেন, বহু বছরের অভিজ্ঞতাবলে ইসরায়েল এই বর্বর উপনিবেশবাদী ও সামরিক আগ্রাসন জারি রেখেছে কারাবন্দীদের মনোবলকে গুঁড়িয়ে দিতে। পলে পলে বুঝিয়ে দেয় আমরা ওদের দাস। এই দাসত্বের, শৃঙ্খলের জীবনকে মেনে নিতে ওরা ফিলিস্তিনিদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, পরিবার ও সমাজ থেকে তাদের আলাদা করে ফেলে। এই নির্যাতন, এই দুর্ব্যবহারের পরও আমরা আত্মসমর্পণ করিনি। দখলদার ইসরায়েল ৭০ বছর ধরে নানাভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে। তারপরও তারা বিচারের ঊর্ধ্বে। ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে, বন্দীদের সঙ্গে যেখানে পুরুষ, নারী ও শিশুরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে ওরা যা করছে, তা জেনেভা কনভেনশনের ভয়ংকর ব্যত্যয়।

...যখন সবে ১৮ বছর বয়স, ইসরায়েলি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্য আমাকে উলঙ্গ করে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বাধ্য করে। এরপর আমার প্রজনন অঙ্গে তীব্র আঘাত করে। আমি যন্ত্রণায় নিচে পড়ে যাই। আমার কপাল কেটে যায়। সেই আঘাতের চিহ্ন এখনো আছে।

এরপর ওই লোকটা আমাকে উপহাস করে বলে, আমি কখনো সন্তানের বাবা হতে পারব না। কারণ, আমার মতো মানুষেরা কেবল সন্ত্রাসী আর খুনিদেরই জন্ম দেয়।

কয়েক বছর পর আবার গ্রেপ্তার হলাম। আমার প্রথম সন্তান তখন কেবল জন্মেছে। সন্তানের জন্ম হলে আমরা মিষ্টিমুখ করাই, এর বদলে আমি বন্দীদের মধ্যে লবণ বিলালাম। ওর বয়স যখন ১৮, তখন সে-ও গ্রেপ্তার হলো। তাকেও কারাগারে থাকতে হলো চার বছর। আমার চার সন্তানের মধ্যে বড়টির বয়স এখন ৩১। এখনো হাজারো কারাবন্দী নিয়ে আমার সংগ্রাম চলছে। আমাদের সঙ্গে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি আছেন, সারা পৃথিবী থেকে সমর্থন পাচ্ছি আমরা। দখলদার, নির্যাতনকারী এবং তাদের সমর্থকেরা এত অহংকারী যে তারা খুব সাধারণ সত্য কথাও শুনতে পায় না। আমরা শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসব। কারণ, মানুষের চিরন্তন স্বভাবই হলো স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দেওয়া। সে জন্য যে মূল্যই চুকাতে হোক না কেন, সে পরোয়া করে না।'

সীমাহীন নির্যাতনের পরও বারগুতি কারাগারে বসেই লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। জেলে বসেই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছিলেন। ইংরেজি ও হিব্রু ভাষাটাও রপ্ত করে নেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি পশ্চিম তীরের বিরযিট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার। কিন্তু লেখাপড়া শেষ করতে বারগুতির সময় লেগে যায় ১১ বছর। কিন্তু তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। ছিলেন ফাতাহর ইয়ং গার্ডের সদস্য।

ইয়াসির আরফাত ও মাহমুদ আব্বাস যখন লেবানন ও তিউনিসিয়ায় নির্বাসিত হন, তখন জনসমক্ষে আসেন বারগুতি। পশ্চিম তীরের প্রথম 'ইন্তিফাদা'য় বারগুতি আবির্ভূত হলেন অন্যতম নেতা হিসেবে।

১৯৮৭ সালে বারগুতিকে গ্রেপ্তার করে ইসরায়েলিরা জর্ডানে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় ৭ বছর পর অসলো চুক্তির আওতায় বারগুতি ফিলিস্তিনে ফেরেন। এসেই ফিলিস্তিন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসেন।

সার্জ স্মেম্যান ১৯৯৬ সালে যখন জেরুজালেমে টাইমসের ব্যুরো চিফ ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রথম বারগুতির পরিচয় হয়। অসলো শান্তিচুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনের কিছু অংশে তখন স্বশাসন চালু করেছে। শক্তপোক্ত গড়নের, হাসিখুশি ও আবেগপ্রবণ ৩৭ বছর বয়সী বারগুতির মুখে হাসি লেগেই থাকত। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। দলবল নিয়ে চলতেন। প্রায়ই দেখা যেত দলের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, কৌশল ঠিক করছেন।

বারগুতিকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল

দ্য টাইমস বারগুতিকে তরুণ, আকর্ষণীয় নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছিল। আরও বলেছিল, বারগুতিই আরাফাতের উত্তরসূরি। তবে আরাফাত ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বারগুতির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যও ছিল। আরাফাত দেশান্তরি হয়েছিলেন, সেখান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

অন্যদিকে বারগুতি পশ্চিম তীর ও গাজাতেই বেড়ে উঠেছেন।

নিজেকে তিনি ফিলিস্তিনি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এক তরুণ বলে পরিচয় দিতেন। অধিকৃত এলাকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠার বেদনা তিনি ভালোভাবে জানতেন। সর্বত্র দেখা যেত তাঁকে। শেষকৃত্য, শোকসভা থেকে শুরু করে প্রতিবাদ মিছিল পর্যন্ত সর্বত্র।

আবার ইসরায়েল সম্পর্কেও মারওয়ান বারগুতির ভালো ধারণা আছে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের যে চর্চা, নানা বিষয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সুযোগ সেটি পছন্দ ছিল বারগুতির। তিনি ও তাঁর মতো নবীন রাজনীতিকেরা সে সময় তাঁদের সরকারের ভেতরেও এই প্রথা চালুর পক্ষে ছিলেন।

আগামীকাল সমাপ্ত

গিডিয়ন লেভি

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলকে এবার চড়া মূল্য দিতে হবে

জেনারেল মুহাম্মদ রেজা জাহেদি ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে এক হামলায় নিহত হন। এর দুই সপ্তাহ পর ইসরায়েল এখন উদ্বেগের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা থেকে এটা নিশ্চিত যে ইরানি হামলা আসছে এবং সেটি এই লেখা লিখতে বসার সময় থেকে তা প্রকাশিত হওয়ার মধ্যবর্তী যেকোনো সময়ে।

[ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে কয়েক ডজন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে তারা। 'ট্রু প্রোমিজ' নামে অভিযানের আওতায় এসব ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।]

সিরিয়ার রাজধানীতে সুনির্দিষ্ট হত্যাকাণ্ড চালানোর সক্ষমতা প্রদর্শন করে অসাধারণ গোয়েন্দা শক্তিমত্তা ও অসাধারণ নিখুঁত অস্ত্র চালনার দক্ষতার বাহবা কুড়ানোর কয়েক দিনের মধ্যেই এর দাম চুকানোর দিকে যেতে হচ্ছে। আর এবার দামটা হয়তো বেশ চড়াই হবে।

কেননা, ইসরায়েল যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার পেছনে যতই যৌক্তিকতা দাঁড় করানো হোক না কেন, এবার যে দাম দিতে হবে, তা এই হত্যাকাণ্ডের মূল্য ছাড়িয়ে যাবে। আর অতীতে ঘটানো এ রকম সব হত্যাকাণ্ডের মতো এ হত্যাকাণ্ডও ছিল অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং এবার সম্ভবত বিপজ্জনক।

জাহেদি একজন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে এবং এর আগে যাঁদের এভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের হত্যা করার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের তথা ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে খাটো ও হ্রাস করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে এমন কোনো একজন সামরিক কর্মকর্তা কি আছেন, যাঁকে হত্যা করা হলে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতা বেশ খর্ব হবে? উত্তর হলো, না, কখনোই না।

আমরা কেন সব সময় এমনটা বিশ্বাস করে আসছি যে হামাস, হিজবুল্লাহ বা ইরানে এমন কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা আছেন, যাঁদের সরিয়ে দিতে পারলেই আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বেড়ে যাবে? জাহেদিকে ইসরায়েল হত্যা করেছে এ জন্য যে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ প্রসারিত হয়েছিল। আর যখন এমন সুযোগ আসে, তখন উচ্চপর্যায়ের কেউ আরেকটি অসাধারণ জেমস বন্ড ধাঁচের অভিযান পরিচালনা করার মধুর উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু এরপর কী হবে? সত্যি কথা হলো, এর আগে এসব ক্ষেত্রে যে পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু ঘটেনি, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কখনোই এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য মূল্য দিইনি। কয়েক বছর ধরে ইসরায়েল ক্রমাগতভাবে ইরানকে প্ররোচিত করে যাচ্ছে এবং তা লেবানন, সিরিয়া, এমনকি ইরানের মাটিতেও। এটা মনে করা অবশ্যই বোকামি হবে যে ইসরায়েল যে দড়ি ধরে টানছে, তা কখনোই ছিঁড়ে পড়বে না। সেই সময় বোধ হয় এসেও পড়েছে।

অ্যামোস হারেলের মতো পরিমিতবোধসম্পন্ন সামরিক বিশ্লেষক গত শুক্রবার হারেৎসে লিখেছেন যে জাহেদি এবং গাজায় ইসমাইল হানিয়ার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা না করে। হারেল জানাচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তারা এসব কাজের পূর্বাপর আলোচনা করেননি। এটা মনে করা রীতিমতো মূর্খতা যে ইরান কখনোই এসব প্ররোচনার প্রতিক্রিয়া জানাবে না।

সিরিয়ায় একজন কুদস (ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডের বৈদেশিক শাখা) কমান্ডারকে হত্যার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে প্রথমে আলাপ বা তর্ক না করে যে কিনা এ রকম একটি বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত দিতে পারে, সে নিজেও একজন বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, যার কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের সবাইকে মূল্য দিতে হবে। হারেল বলছেন, দামেস্কে হত্যাকাণ্ডটি পরিচালিত হয়েছে সামরিক চাপে। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সুনির্দিষ্টভাবে বললে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, এই অভিযান অনুমোদন করেছেন, তিনি অবশ্যই এর জন্য পুরোপুরি দায়ী এবং পরিণতির দায়ভারও তাঁরই।

এটা স্পস্ট ভাষায় ও উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে, যদি ইরানের সঙ্গে চলতি সপ্তাহে যুদ্ধ বেধে যায় অথবা ইরান যদি ইসরায়েলে ভয়াবহ হামলা চালায়, তাহলে তার দায়দায়িত্ব অবশ্যই তাদের ঘাড়ে বর্তাবে, যারা দামেস্কের হত্যাকাণ্ড অনুমোদন করেছে।

গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটা ছিল সুনির্দিষ্টভাবে ইরানিদের হত্যার দ্বিতীয় ঘটনা। ইরান যেখানে চিন্তিত, সেটা হলো প্রজ্ঞার জায়গায়। এখানে নৈতিকতা বা ন্যায়বিচারের কোনো বিষয় নেই। যখন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী গাজায় ক্রমাগত রক্ত ঝরিয়ে অনেকটাই ধুঁকছে, লেবাননের সঙ্গে ইসরায়েলের সীমান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পশ্চিম তীর আবারও হুমকি হয়ে উঠেছে, তখন ইরানকে প্ররোচিত করা এমন এক বিপজ্জনক কাজ, যা উপেক্ষা করা যায় না। দামেস্কে হামলার দিন থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, যখন থেকে ইসরায়েলিরা একে অন্যকে দেখেও না দেখার ভান করছে এবং এ ঘটনার প্রতিবেদনগুলো নিয়ে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে।

বিপদটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে, যখন একটি ইরানি হামলা অনিবার্য। তা ছাড়া এটা বিশ্বাস করাও কঠিন যে এরপর ইসরায়েল সংযম দেখাবে ও যুক্তিসংগত আচরণ করবে। ইরানি হামলার পরপরই ইসরায়েল পাল্টা হামলা চালাবে, যার মধ্য দিয়ে আমরা এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব, যেখানে প্রতিপক্ষ হলো ইসরায়েলের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু।

যারা দামেস্কে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল, যারা এটা অনুমোদন করেছিল, আর যারা এটা ঘটিয়েছিল, তাহলে তারা সবাই কি এটাই চেয়েছিল? ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো কি সত্যি আমাদের এখন প্রয়োজন?

কেউ যেন আবার এটা না বলে যে আর কোনো উপায় ছিল না। উপায় অবশ্যই ছিল–কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটানো। যদি এটা প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, যদি এটা অনুমোদনযোগ্য হয় এবং যদি এটা সম্ভবও হয়, তাহলেও না। যে ব্যক্তি হত্যাকারীদের পাঠিয়েছিলেন, তিনি ইসরায়েলকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর ঝুঁকিতে ফেলেছেন।

গিডিয়ন লেভি একজন ইসরায়েলি সাংবাদিক।

হারেৎস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

রোগীর হারানো টাকা ফিরিয়ে মানবিকতা সিভিক ভলেন্টিয়ারের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের মানবিকতার পরিচয় দিল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। মুহূর্ত রুগীর হারিয়ে যাওয়া নগদ টাকা ফিরিয়ে দিল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত একসিভিক ভলেন্টিয়ার। উল্লেখ্য পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর শিব মন্দিরের এক বৃদ্ধ জ্বর নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী সুমিতা সিংহ। স্বামীর ঔষধ কেনার জন্য বাড়ি থেকে নগদ সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল মালদা মেডিকেলে। সেই সময় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নগদ টাকাটি পড়ে যায় ওই বৃদ্ধার হাত থেকে। অন্যান্য দিনের মত মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত খাসকোল এলাকার গৌতম চৌধুরী নামে এক ভলেন্টিয়ার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় নজরে আসে পড়ে রয়েছে জরুরি বিভাগের সামনে একটি মানিব্যাগ। ব্যাগ খুলতেই লক্ষ্য করা যায় ব্যাগের ভেতরে রয়েছে নগদ সাড়ে তিন হাজার টাকা। পরে নজরে আসে ও বৃদ্ধ কান্নাকাটি করছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সামনে। ছুটে গিয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার সমস্ত ঘটনা শুনে তার হাতে সেই হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ সহ টাকা তুলে দেন। শুধু আজ নয়, পুলিশ সূত্রে খবর নিয়ে দেখা যায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিগত এক বছর আগে প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কর্মরত অবস্থায় পড়ে পাওয়া এক রোগীর টাকা পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষ বিকল্প চাইছে, তাই জঙ্গিপুরে প্রার্থী শাজাহান বিশ্বাস: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: মানুষ বিকল্প চাইছে। সেইজন্য খাম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিকল্পের রাস্তা তৈরি করতে হবে কেননা এটিই হল আস্থার প্রতীক। রবিবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে এক নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আইএসএফ তৈরি হয়েছে। সেই অধিকারের কথা সংসদে পৌঁছনোর জন্য জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী সাজাহান বিশ্বাসকে দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙন সমস্যা, পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা, বিড়ি শ্রমিকের সমস্যা সহ নানান সমস্যাগুলির সমাধান করতে আইএসএফ প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি আরো বলেন, প্রায় ৭৮ লক্ষ মানুষ মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন। কিন্তু এখানে এখনও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হল না। উল্লেখ্য, এই ক্যাম্পাসের জন্য সাজাহান বিশ্বাস জমি দান করেছিলেন। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে এইমসও তৈরি হল না। এর আগে যারা সাংসদ হয়েছেন, তাঁরা এই বিষয়ে সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি বলে তিনি বলেন। তিনি বলেন, আইএসএফকে যারা অচ্ছুৎ করে রাখছে তারা ভেতরে ভেতরে তৃণমূল-বিজেপিকেই সাহায্য করছে। এদিনের এই জনসভায় প্রার্থী সাজাহান বিশ্বাস সহ আইএসএফের অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, সন্ধ্যায় নদীয়ার করিমপুরে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী হাবিব সেখের সমর্থনেও নওশাদ সিদ্দিকী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অমুককে হারানো বা তমুককে জেতানোর দায়িত্ব আমাদের নয়। দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে আমরা অনেককে মন্ত্রী কিংবা সাংসদ বানিয়েছি। কিন্তু মানুষের অধিকারগুলি বঞ্চিত থেকেই গেছে। সুতরাং নিজের হক আদায়ের জন্য সংসদে জনগণের প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে। সেই জনগণের প্রতিনিধি একমাত্র আইএসএফ দিতে পারে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান। তিনি বলেন, মেরুকরণের রাজনীতি করে তৃণমূল কংগ্রেস ধীরে ধীরে এই বাংলায় বিজেপিকে স্থান করে দিচ্ছে। সুতরাং বিজেমূলকে পরাস্ত করতে আগামী ৭ই মে আইএসএফের প্রতীক খাম চিহ্নে ভোট দিতে হবে।

জেতানোর অপেক্ষায় কর্মীরা, নবগ্রামে এসে দাবি খলিলুরের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: কর্মীরা সাত তারিখের অপেক্ষায়, নবগ্রামের শিবপুরে তৃণমূলের বুথ কর্মী সম্মেলনে এসে দাবি খলিলুর রহমানের।
জানা যায় রবিবার লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নবগ্রামের মুকুন্দপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে ও শিবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বুথকর্মী সম্মেলন। এদিনের বুথ কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান। শিবপুরের বিভিন্ন প্রান্তের তৃণমূল কর্মীর সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল নজর কারা। এদিন খলিলুর রহমান বলেন - কর্মী ও মানুষের যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছি, শুধুমাত্র সাত তারিখের অপেক্ষায় আমরা। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মজিবুর রহমান বলেন গতবারের চেয়ে এবার আরো বেশি লিড দেবে শিবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল,নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লা, শিবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মজিবুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিবপুর অঞ্চল প্রধান প্রতিনিধি রাফিকুল ইসলাম, শিবপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, জেলা পরিষদ সদস্যা নাজিমা বিবি সহ আরো একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নন্দীগ্রামে তালা ভেঙে তৃণমূল অফিস উদ্ধার দেবাংশুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে রবিবার নন্দীগ্রামে তৃণমূল কার্যালয়ে তালা ঝোলায় বিজেপি।তালা ভেঙে কার্যালয়ে প্রবেশ করেন দেবাংশু ভট্টাচার্য।মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মেদিনীপুর জেলাকে গাদ্দারের জেলা বলার অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে বিজেপির পক্ষ থেকে নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিরুলিয়া বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির দলীয় পতাকা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে গায়ের জোরে লাগিয়ে চাবি তালা মারা হয়।বিজেপি নেতা প্রলয় পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যতদিন না গদ্দারের জেলা বলার জন্য না ক্ষমা চাইবেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের এই বিক্ষোভ চলবে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে তালা লাগানো থাকবে। সেই তালা লাগানোর প্রতিবাদে রবিবার নন্দীগ্রামে উপস্থিত হন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। হাতুড়ি দিয়ে ওই দুটি তালা ভেঙে দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং বলেন শুভেন্দু অধিকারীর উস্কানিতেই এই কাজ করছে বিজেপি।

প্রার্থী নয়, সমাজসেবায় থাকবেন নলহাটির চিকিৎসক করিম

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: এক তরুণ চিকিৎসক বীরভূম কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন বলে তাকে ঘিরে শুরু হয়েছিল জোর জল্পনা। শেষ পর্যন্ত তারই অবসান ঘটালেন নলহাটির কয়থা গ্রামের সেই তরুণ চিকিৎসক আব্দুল করিম। কারণ প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগেই তাকে প্রার্থী চেয়ে তার নামে প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন তার অনুগামীরা। একই সঙ্গে কিছু দিন আগে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করাতে সেই প্রার্থীর সম্ভাবনা আরও প্রবল ভাবে জেগেছিল। কিন্তু রবিবার দুপুরে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন তরুণ চিকিৎসক আব্দুল করিম। এদিন একটি ভিডিও বার্তায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দেন তিনি যে, রাজনীতির মতাদর্শে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মানুষের সেবার কাজেই থাকতে চান। তিনি চিকিৎসার কাজে যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকতে চান। তার কাছে রাজনীতির রং বর্ণভেদ কিছু নেই। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে দল মত রং নির্বিশেষ প্রার্থী হওয়ার থেকে মানুষকে সেবা করতে আমি বেশি আগ্রহী। আমি সেটাই করতে চাই।

লাইটের বেসমেন্ট ভাঙা নিয়ে বিতর্ক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোটের মুখে ফের উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকায়। গতকাল রাতে কেউ বা কারা পদুয়া গ্রামে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মীয়মান হাই মাস্ট লাইটের বেসমেন্ট ভেঙে ফেলে। এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার পদুয়া গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল গ্রামে একটি হাই মাস্ট লাইট বসানো হোক। সম্প্রতি সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সেই লাইট বরাদ্দ করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। নির্বাচন ঘোষণার আগে সম্প্রতি টেন্ডার করে সেই হাই মাস্ট লাইট বসানোর কাজ শুরু করা হয়। হাই মাস্ট লাইটের কংক্রিটের বেসমেন্ট তৈরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গতকাল রাতে কেউ বা কারা কংক্রিটের সেই বেসমেন্ট ভেঙে দেয়। কেটে ফেলে লোহার নির্মাণের নিচের অংশ। আজ সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মীদের দাবী ভোটের আগে ওই হাই মাস্ট লাইট বসানো হলে বিজেপির সাংসদ তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সুনাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। সেই আশঙ্কাতেই তৃণমূল এই কাজ করেছে। পাল্টা তৃণমূল এবিষয়ে দোষ চাপিয়েছে বিজেপির কাঁধেই। তৃণমূলের দাবী তাঁরা উন্নয়নের পক্ষে। এই ধরনের সংস্কৃতিতে তৃণমূল বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া তৃণমূল এলাকার মানুষের সঙ্গে থাকে।

নৈহাটি জিআরপি থানায় কাজী নজরুল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নৈহাটি

আপনজন: "একশ বছর আগে 'আনন্দময়ীয় আগমনে' কবিতা লেখার কারণে ব্রিটিশ বিচারক সুইংহো কাজী নজরুল ইসলামকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলা স্থানান্তরকরণের সময় কবিকে ট্রেন পরিবর্তনের জন্য নৈহাটিতে কয়েদির পোশাকে নামানো হয়। সেদিন কয়েদির পোশাকে কবিকে দেখে নৈহাটিবাসী ক্ষুব্ধ হয়।তাদের দাবির কাছে বাধ্য হয়ে জেল এবং রেল পুলিশ কবিকে নৈহাটি জি. আর.পি থানায় রেখে সাধারণ পোশাক পরিয়ে নৈহাটি থেকে আবার হুগলী জেলে নিয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটে ১৯২৩ সালে ১৪ই এপ্রিল।'' এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কথাগুলি বলেন বারাসাত নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন। স্মরণ অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন নৈহাটি জি.আর.পি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ ভকত, পরেশ সরকার, থানার অন্যান্য আধিকারিক ও নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা ছাড়াও নৈহাটির বিশিষ্টজনরা। নৈহাটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পরেশ সরকার অনুষ্ঠানে কবির স্মৃতিতে ফলক স্থাপনের জন্য ২০০৪ সালের তদানিন্তন নৈহাটি জি.আর.পি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণলাল মাইতির অবদান উল্লেখ করেন। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল জানান যে, তাদের সংস্থার পক্ষ থেকে কবির একটি আবক্ষ মূর্তি নৈহাটিতে স্থাপন করা হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা যাতে পাওয়া যায় সেই জন্য পরেশ সরকারকে অনুরোধ জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে চুরুলিয়া থেকে কবির বংশধর সোনালী কাজী মোবাইলে উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানান। কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে আরও উপস্থিত ছিলেন চুরুলিয়া দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশনের পক্ষে পরিতোষ শীল, অমিয় গাঙ্গুলী; অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিকের পক্ষে সঞ্জয় রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুপ্রিয়া কুণ্ডু, মানস গাঙ্গুলী, সৌরকান্তি বোস ও ললিতা সিংহ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক অশোক দাস, মাইম শিল্পী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, তুষার আহমেদ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নজরুল চর্চা কেন্দ্রের প্রচার সচিব আয়ুব আলী।

হাজি নুরুলের সমর্থনে তৃণমূলের গ্রাম্য মিটিং

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও বসিরহাট সাংগঠনিক নির্বাচন কোর কমিটির সদস্য একেএম ফারহাদ বলেন, উন্নয়নের নিরিখে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। তৃণমূলের মূল লক্ষ্য শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন। বসিরহাটের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। কর্মীরা যেভাবে মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করছে তার ফল ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে। স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত।লক্ষ্য এই অঞ্চল থেকে হাজী শেখ নুরুল ইসলামকে বেশি ভোটের মার্জিনে জেতানো।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহিদুল ইসলাম মোল্লা, উপপ্রধান রমা মন্ডল, আঞ্জুয়ারা বিবি,কাশেম আলি,আসাদ মোল্লা,ডাঃ মহিউদ্দিন,দীপু মন্ডল, গোপাল ঘোষ, স্বপন মন্ডল, রাজ্জাক মল্লিক, নাইমুল ইসলাম, তরুণ দাস, মামনি মুখার্জি প্রমুখ।

জয়নগরে গ্রেফতার দুই

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানা এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য।এই ঘটনায় গ্রেফতার দুজনকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো জয়নগর থানার পুলিশ এবং মৃতদেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। গত দুই দিন নিখোঁজ থাকার পরে ধান ক্ষেতের মধ্যে থেকে এক কৃষকের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার সন্ধ্যায়। দেহটি গোদাবর এলাকার এক কৃষক আব্দুল ওয়াব শেখ(৬০) -এর।

জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট সমাজসেবী সফিকুলকে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমাজসেবীকে আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয় সমাজসেবায় অবদানের জন্য সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দিল। এই খবর পাওয়ার পরেই তার হিতাকাঙ্খী এবং সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও রহমানিয়া আলামিন মিশন এবং অন্যান্য শাখা সংগঠনের তরফ থেকে সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর রহমানিয়া আল আমিন মিশনের সহ-সম্পাদক মোল্লা সফিকুল ইসলামকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন বলেন যে আমাদের ট্রাস্ট ও মিশনের সুযোগ্য সহ-সম্পাদক এই সম্মান পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত। এর সঙ্গে অন্যান্য সংস্থা ও সফিকুল কে সম্মানিত করে। মোল্লা সফিকুল ইসলাম এর আগে জী ২৪ ঘন্টা টিভি চ্যানেল, নিউজ ১৮ বাংলা টিভি চ্যানেল, দৈনিক মুক্ত বাংলা সাহিত্য সম্মান, নতুন গতি সম্মান, পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক সাহিত্য কমিটির তরফ থেকে সম্মান, বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন কলকাতার মঞ্চ থেকে সি ডাবলু বি টি থেকে সম্মান , ইউনিসেফ থেকে সম্মান, মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক থ্র বল ফেডারেশনের তরফ থেকে মেডেল, গামটু ভুটান, নেপাল সহ বহু জায়গায় বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন । দেশ-বিদেশ থেকে দেড়শর বেশি সম্মান পেয়ে পূর্ব বর্ধমান কে গর্বিত করেছেন। রহমানিয়া আল আমিন মিশন ক্যাম্পাসে এই সংবর্ধনা সভায় দক্ষিণ দামোদরের বিশিষ্ট সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং রহমানিয়া ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের সমস্ত শাখা সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে মোল্লা সফিকুল ইসলামকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেন। মোল্লা সফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন আমি আমার চাচাজি রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন এর কাছ থেকে ছোটবেলা থেকে সমাজসেবায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি যে সম্মান পেয়েছি এ সম্মান আমার চাচা হাজী কুতুব উদ্দিন সাহেব পেলে আমি আরো বেশি আনন্দিত হতাম। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাওয়ার কৃতিত্ব দেন পূর্ব বর্ধমানের আর এক গর্বের সন্তান গবেষক দেশ-বিদেশ থেকে সম্মানিত হওয়া তরুণ পালকে। সফিকুল বলেন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পাওয়া বিষয়ে আমার নলেজ ছিল না।

সাহিত্য সৈনিক পত্রিকা প্রকাশ

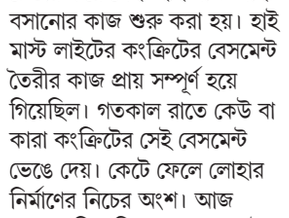

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চম্পাহাটি

আপনজন: বারুইপুরে চম্পাহাটির 'সাহিত্য সৈনিক' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নববর্ষের প্রথম সন্ধ্যায় বৈশাখী আড্ডা ও পত্রিকা প্রকাশে মেতেছিলেন সাহিত্যিক অংশুদেবের বাড়িতে। প্রয়াত ছড়াকার ভরত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁর সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ছড়াকার ত্রিনয়ন দাস। সাহিত্যিক অংশুদেব ও কবি দীপঙ্কর বৈদ্য-র সম্পাদনায় প্রকাশ পায় 'সাহিত্য সৈনিক' পত্রিকা।

নববর্ষ উপলক্ষে 'বাংলা পক্ষ'র টাকা মিছিল

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

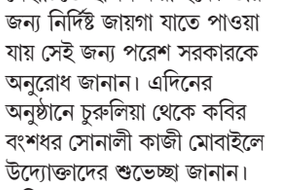

আপনজন: পয়লা বৈশাখ বাঙালির হালখাতার দিন। পয়লা বৈশাখ বাঙালির ব্যবসা উদযাপনের দিন। পয়লা বৈশাখ মানে শুধু গান-কবিতা না, পয়লা বৈশাখ মানে ব্যবসাও। বাঙালি তরুন প্রজন্মকে ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করতে, বাঙালি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করলে দ্বিতীয় বছর এক অভিনব ও বর্ণাঢ্য "টাকা মিছিল" এর আয়োজন করল বাংলা পক্ষ। নববর্ষের দিন সন্ধ্যেতে কলকাতার রাসবিহারী মোড় থেকে গড়িয়াহাট মোড় পর্যন্ত এই বিশাল বর্ণাঢ্য টাকা মিছিল হয়। মিছিলে বাঙালি শিল্পপতিদের (যেমন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর ঘোষ, রাজেন মুখার্জী, মতিলাল শীল, আলামোহন দাস, মোস্তাক হোসেন প্রমুখ) বিশাল বিশাল কাট আউট নিয়ে মিছিলে হাঁটা হয়। শুধুমাত্র সিনেমা বা খেলার নায়ক-নায়িকাদের চিনলে হবে না, বাঙালি পুঁজিপতিদের চিনতে হবে।
মিছিলে ছিল ঢাক, রণ পা ও নানা সুসজ্জিত ট্যাবলো।
দাবি ওঠে রাজ্য সরকারি টেন্ডার বাঙালিদের দিতে হবে। খুচরো বাজার থেকে পাইকারি বাজারে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত শহরাঞ্চলের হকারি স্পট ভূমিপুত্রদের দিতে হবে।
মিছিলের নেতৃত্ব দেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চ্যাটার্জী, মনন মন্ডল, এমডি সাহীন, সৌম্য ঘোড়াই ও জেলা সম্পাদকরা।

পারিবারিক বন্ধনে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অঙ্গীকার বেস আন-নূরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বেস আন-নূর মডেল স্কুলে আয়োজিত স্বজন মিলন উৎসব ২০২৪ থেকে।
পবিত্র রমজান মাস পেরিয়ে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শেষ দিনটিতে আয়োজিত হয়েছিল পারিবারিক এই মিলন উৎসব। বাঙালির পারিবারিক বন্ধন ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ঐতিহ্য যে কতখানি মজবুত, সে কথা বারে বারে উঠে আসে এ দিনের এই আয়োজনে- গানে, কথায়, কবিতায়, বক্তৃতায়।
হারিয়ে যাওয়া শিক্ষা-সংস্কৃতি অন্বেষণের নেশায় এদিনের এই উৎসবে হাজির হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সের গুণীজনেরা। এসেছিলেন সদ্য বিবাহিত নবদম্পতিরা, সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশতাব্দী ছুঁই-ছুই এমন বর্ষিয়ান দম্পতিও। শোনালেন, তাঁদের মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের কথা। শুধু তাই নয়, স্বামী স্ত্রী কেউ কাউকে ছেড়েও কথা বললেন না। সুযোগ পেয়ে দু-কথা শুনিয়েও নিলেন। বললেন তাঁদের অভিমান মিশ্রিত টক-ঝালের কথাও। অবশ্য সেখান থেকেও ঝরে পড়ল তাঁদের অটুট দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসার-প্রেমের বন্ধনের উচ্চারণ। কে নেই সেই সারিতে! শিক্ষক, অশিক্ষক, চিকিৎসক, অফিসার, কর্মচারী, মজার জাদুকর, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব! সকলে এদিনের স্বজন উৎসবে মিলেমিশে একাকার।
বেস আন-নূর পরিবারের আহবানে সাড়া দিয়ে এই উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য বারবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন সম্পাদক খাদিমুল ইসলাম, জেবুন্নাহার বেগম, রাসনাউল আলম, মোকসেদ আলি, আব্দুর রাজ্জাক, আইয়ুব আনসার, তামিম ইসলাম প্রমুখ। তাঁদের কথায় উঠে আসে বিশিষ্ট শিল্পপতি দানবীর মোস্তাক হোসেনের কথা। তাঁদের মতো মানুষের অনবদ্য অবদানে গড়ে উঠেছে রাজ্যে বেস আন-নূরের মতো বেশ কিছু ভিন্নধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যারা আগামী দিনের পথ দেখাতে বদ্ধপরিকর। এদিনের অভিনব এই আয়োজনে সকলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন অনুসন্ধান কলকাতার আনজুমান বানু ও নায়ীমুল হক। তাঁরাও জানালেন তাঁদের সন্তোষের কথা। অবশ্য তাদের কথায় উঠে এলো কিছু অশনি-সংকেতের কথাও। বর্তমান সমাজে যেভাবে পারিবারিক বন্ধন আলগা হচ্ছে; অশান্তি, কলহ বাড়ছে তার প্রভাব পড়ছে সন্তানদের উপরে। এদিনের এই আয়োজনের গুরুত্ব এখানেই। এটা কেবলই একটি উৎসব নয়, বরং আজ সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পারিবারিক জীবন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, বিপদের সময় এগিয়ে আসে পরিবারই, পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়টাই সারা জীবন মনে থেকে যায়। পারিবারিক বন্ধন আমাদের জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক উপহার।

দুর্দান্ত মেসিই জয়ে ফেরালেন মায়ামিকে

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসিকে ছাড়া বরাবরই নড়বরে ইন্টার মায়ামি। এমনকি আগের ম্যাচে মেসি ফিরেও বদলাতে পারেননি মায়ামির ভাগ্য। টানা ৫ ম্যাচে জয়বঞ্চিত থেকে বেশ বিপাকেই ছিল ফ্লোরিডার ক্লাবটি। আজ কানসাস সিটির বিপক্ষে জয় না পেলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ত তারা। তবে আজ শুরুর একাদশে খেলতে নামা মেসি এ যাত্রায় উদ্ধার করলেন দলটিকে। দারুণ পারফরম্যান্সে দলকে এনে দিয়েছেন দুর্দান্ত এক জয়। বক্সের বাইরে থেকে ট্রেডমার্ক শটে একটি গোল করার সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন এক অ্যাসিস্টও করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসির জ্বলে ওঠার দিন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির জয় ৩-২ গোলে।

চোটের কারণে টানা পাঁচ ম্যাচ খেলতে পারেননি মেসি। মন্তেরির বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের ম্যাচ দিয়ে ফিরলেও সেদিন পুরোপুরি ছন্দে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে। তবে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই মেসি ছিলেন উজ্জ্বল। কানসাসের মাঠে প্রায় ৭৩ হাজার দর্শকের সামনে শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল মেসির মায়ামি।

৬ মিনিটে এরিক টমি গোল করেন স্বাগতিকদের হয়ে। সমতা ফেরাতে মায়ামিকে অপেক্ষা করতে হয় ১৮ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের অনেক বাইরে থেকে দারুণ এক পাসে দিয়েগো গোমেজের গোলটিতে সহায়তা করেছেন মেসি। ৪০ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। কানসাসের খেলোয়াড়দের দেয়ালকে ফাঁকি দিতে পারলেও বল চলে যায় পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে।

১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মায়ামিকে এগিয়ে দেন মেসিই। ডেভিড রুইজের কাছ থেকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা। এটি এমএলএসের চলতি মৌসুমে মেসির পঞ্চম গোল।

এগিয়ে যাওয়ার আনন্দটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি মায়ামির। ৫৮ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলে কানসাসকে সমতায় ফেরান টমি। ৭১ মিনিটে অবশ্য কানসাস সমর্থকদের উল্লাস থামিয়ে মায়ামিকে আবার এগিয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ। এরপর আর কোনো গোল না হলে স্বস্তির জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে মায়ামি। ৯ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ১৫। ভারত সময় ২১ এপ্রিল ভোরে ঘরের মাঠে মায়ামি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে।

লক্ষ্ণৌর ‘কাটা ঘায়ে’ নুনের ছিটে, কলকাতার দাপুটে জয়

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচটা হয়েছে ইডেন গার্ডেনে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘরের মাঠ। তবে ‘হোম ভেন্যু’র পরশ ছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের জন্যও। কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের মালিক বাঙালি সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই যে লক্ষ্ণৌর মালিক!

তবে বাংলা নববর্ষের সন্ধ্যায় ম্যাচটা জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সই। সেটাও বেশ দাপটের সঙ্গেই। লক্ষ্ণৌর তোলা ৭ উইকেটে ১৬১ রান কলকাতা টপকে গেছে ২৬ বল আর ৮ উইকেট হাতে রেখে। ইডেন গার্ডেনে লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে কলকাতার এটিই প্রথম জয়।

কলকাতার দাপুটে জয়টি এসেছে ফিল সল্টের সৌজন্যে। আজকের আগে ইডেনে কলকাতা ম্যাচ খেলেছিল হায়দরাবাদের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ৫৪ রানের ইনিংস খেলার পর খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডের এই ওপেনার। তবে আবার কলকাতায় ফিরেই সল্টের ব্যাটে ঝড়।

খেলেছেন ৪৭ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস, যে ইনিংসে ১৪টি চারের সঙ্গে ছিল ৩টি ছয়। সল্টের ম্যাচ জেতানো এই ইনিংসই লক্ষ্ণৌর জন্য ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা’ হয়ে এসেছে। কাটা ঘা– কারণ, গত মৌসুমেও লক্ষ্ণৌর ডাগআউটে পরামর্শক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। সেই গম্ভীর এবার কলকাতায় যোগ দিয়েছেন। আবার সর্বশেষ ম্যাচেই দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে ১১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে হেরেছিল লক্ষ্ণৌ।

বিরোধী পক্ষে যাওয়া গম্ভীরকেও হারানো গেল না, আবার টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হলো বড় ব্যবধানে।

এর সঙ্গে যোগ করে নেওয়া যায় ইডেনের অজেয় ধারাও। এই ইডেন গার্ডেনে এর আগে তিনবার খেলতে এসে কোনোবারই হারেনি লক্ষ্ণৌ। এবার সেটা থেমেছে বাজেভাবেই।

রান তাড়ায় নামা কলকাতা শামার জোসেফের প্রথম ওভার থেকেই পেয়ে যায় ২২ রান। আইপিএল অভিষেকের প্রথম ওভারে কোনো বোলারের সবচেয়ে বাজে শুরু এটি। অবশ্য বাঁহাতি পেসার মহসিন খান সুনীল নারাইন ও অঙ্কৃষ রঘুবংশীকে দ্রুতই তুলে নিয়ে লক্ষ্ণৌকে ম্যাচে ধরে রাখেন। তবে ৪২ রানে ২ উইকেট পড়ার পর সল্ট ও অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার মিলে ম্যাচটা ধীরে ধীরে কলকাতার নাগালে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত এই দুজনের কাউকেই আর থামাতে পারেনি লক্ষ্ণৌ। তৃতীয় উইকেটে দুজনে অবিচ্ছিন্ন থেকে যোগ করেন ১২০ রান, যেখানে আইয়ারের অবদান ৩৮ বলে ৩৮।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নামা লক্ষ্ণৌর হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রানের ইনিংস খেলেন নিকোলাস পুরান। অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ব্যাট থেকে আসে ২৭ বলে ৩৯ রান।

কলকাতার হয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেন আইপিএল নিলাম ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় মিচেল স্টার্ক। যদিও দিন শেষে নায়ক ফিল সল্টই।

নববর্ষের দিনে কলকাতার ম্যাচ, মিষ্টি খাওয়ালেন গৌতম গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির মানুষ হলেও বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে গৌতম গম্ভীরের জানাশোনা দীর্ঘ দিনের। কীভাবে, তা সবার জানা। আইপিএলে পশ্চিমবঙ্গের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে ৭ মৌসুম খেলেছেন গম্ভীর। কলকাতা যে দুবার (২০১২ ও ২০১৪) আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটা তাঁরই নেতৃত্বে।

৭ বছর পর গম্ভীর আবারও কলকাতায় ফিরেছেন। এবার তিনি দলটির পরামর্শকের দায়িত্বে আছেন। আজ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে (পয়লা বৈশাখ) ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেনে খেলতেও নেমেছে কলকাতা। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে এই ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীরই এসেছিলেন কলকাতার প্রতিনিধি হয়ে। সেখানে সাংবাদিকদের জটিল সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর তাঁদের ‘সারপ্রাইজ’ও দিয়েছেন। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মিষ্টি খাইয়েছেন তিনি।

কাল রাতে সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকেরা যখন চলে যেতে লাগছিলেন, ঠিক সে

সময় গম্ভীর তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ‘আগামীকাল (আজ) নববর্ষ। তাই আমরা আপনাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছি। নির্দ্বিধায় মিষ্টি খান এবং কিছু ক্যালরি বাড়ান।’

গম্ভীরের সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিখেছে, ‘গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মিষ্টি মুখ।’ সাংবাদিকদের সঙ্গে গম্ভীরের এমন আতিথেয়তা অনেকের মন জিতে নিয়েছে।

ম্যাচটি কলকাতার মাঠ ইডেন গার্ডেনে হলেও লক্ষ্ণৌও ঘরে খেলার অনুভূতি পাচ্ছে। কারণ, লক্ষ্ণৌর মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা একজন বাঙালি ধনকুবের। লক্ষ্ণৌর পাশাপাশি তিনি কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানেরও মালিক।

ইডেন গার্ডেনে কলকাতার মানুষের সমর্থন পেতে মোহনবাগানের সঙ্গে মিল রেখে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলতে নেমেছে লক্ষ্ণৌ

ইডেন গার্ডেনে কলকাতার মানুষের সমর্থন পেতে মোহনবাগানের সঙ্গে মিল রেখে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলতে নেমেছে লক্ষ্ণৌবিসিসিআই

ইডেন গার্ডেনে কলকাতার মানুষের সমর্থন পেতে আজ লক্ষ্ণৌও মোহনবাগানের সঙ্গে মিল রেখে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলতে নেমেছে। ইডেনে কলকাতার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত লক্ষ্ণৌর সাফল্যও শতভাগ। আগের ৩ ম্যাচে ৩টিতেই জিতেছে লক্ষ্ণৌ। সেই ম্যাচগুলোতে লক্ষ্ণৌর পরামর্শক ছিলেন গম্ভীর। এবার গম্ভীরকে ফিরে পেয়ে কলকাতা ইডেনে লক্ষ্ণৌকে হারাতে পারে কি না, তা জানতে আরও অন্তত আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা লক্ষ্ণৌ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯৫ রান করেছে।

‘পার্পল ক্যাপ’ নিয়ে চাহাল-বুমরা-মোস্তাফিজের ত্রিমুখী লড়াই

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে আসছে জিম্বাবুয়ে দল। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে আইপিএলের মাঝপথেই দেশে ফিরতে হবে মোস্তাফিজুর রহমানকে। দেশে না ফিরে আইপিএলের শেষ পর্যন্ত খেললে মোস্তাফিজ কী করতেন, সেটা তাই জানা হচ্ছে না। কিন্তু আপাতত ভারতের যশপ্রীত বুমরা ও যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়ার জন্য ত্রিমুখী লড়াই করে যাচ্ছেন

বাংলাদেশের পেসার। আইপিএলে কয়েকটি দল ছয়টি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। কিছু দল আবার খেলেছে পাঁচটি করে ম্যাচ।

চাহালের দল রাজস্থান রয়্যালস যেমন খেলে ফেলেছে ছয়টি ম্যাচ। বুমরার মুম্বাই আর মোস্তাফিজের চেন্নাই আবার খেলেছে পাঁচটি করে ম্যাচ। চেন্নাইয়ের পাঁচ ম্যাচের একটিতে খেলতে পারেননি মোস্তাফিজ। ম্যাচ কমবেশি খেললেও জমে উঠেছে এই তিন বোলারের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির স্মারক পার্পল বা বেগুনি ক্যাপ ধরে রাখার লড়াই। ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়ে চাহাল এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। গতকাল পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ১ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ নিজের করে নিয়েছেন রাজস্থানের ভারতীয় স্পিনার।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে পান্ডিয়ার জায়গা হবে তো!

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েও যেখানে বিরাট কোহলির ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে হার্দিক পান্ডিয়া তেমন কিছু না করেও দলে থাকবেন–এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সাদা বলের ক্রিকেটে পান্ডিয়াকে যেকোনো দলের জন্য অপরিহার্য মনে করা হলেও সবাই আসলে পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার পান্ডিয়াকে দেখতে চান। কিন্তু এবারের আইপিএলে অলরাউন্ডার পান্ডিয়ার দেখা মিলছে কই? মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক সর্বশেষ ৩ ম্যাচে যে বল করেছেন মাত্র ১ ওভার!

মুম্বাইয়ের প্রথম ২ ম্যাচে শুরুতেই বল হাতে তুলে নেওয়া পান্ডিয়া হঠাৎ বোলিং থেকে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে– আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলোয় কি তাঁকে শুধু বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে দেখা যাবে? যদি তা-ই হয়, তাহলে শুধু ব্যাটসম্যান পান্ডিয়াকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নিয়ে কী লাভ, ভারতের তো আর বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের অভাব নেই?

ভারতের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলেও মনে করেন, শুধু ব্যাটসম্যান পান্ডিয়াকে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে দরকার নেই। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে হার্শা বলেছেন, ‘হার্দিক যদি বল না করে, তাহলে কি সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাবে? সে যদি বল না করে, তাহলে কি ভারতের শীর্ষ ছয় ব্যাটসম্যানের একজন হিসেবে খেলবে? আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কারণ, সে বল না করলে (দলে) শক্তিশালী অবস্থান থাকবে না। সে ক্ষেত্রে তাকে ওপরে উঠে এসে ব্যাট করতে হবে। সেখানে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে।’

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে বোলিংয়ের সময় অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। সেই চোট তাঁকে বিশ্বকাপ থেকে তো বটেই, কয়েক মাসের জন্য ছিটকে দেয়। সেরে ওঠার পর এবারের আইপিএল দিয়েই খেলায় ফিরেছেন পান্ডিয়া। মুম্বাইয়ের প্রথম ২ ম্যাচে শুরুতে বলও করেছেন। তবে গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে দেদার রান বিলিয়েছেন।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন হার্দিক পান্ডিয়া

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন হার্দিক পান্ডিয়াআইসিসি একে তো রোহিত শর্মার জায়গায় হুটহাট নেতৃত্ব পাওয়ায় মুম্বাই সমর্থকদের একাংশের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে, তার ওপর সেরা ছন্দে না থেকেও বল করতে আসায় সেটাকে ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ হিসেবে দেখেছেন কেউ কেউ। সমালোচিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে হয়তো দলীয় স্বার্থেই পরের ৩ ম্যাচে মাত্র ১ ওভার বল করেছেন পান্ডিয়া। তবে নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুলের মনে হচ্ছে, পান্ডিয়া নতুন করে চোটে পড়ায় বল করছেন না। ক্রিকবাজকে ডুল বলেছেন, ‘তুমি প্রথম ম্যাচে শুরুতেই বল করলে, এরপর হঠাৎ তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আমি আপনাদের বলছি, কোনো না কোনো গড়বড় আছে। আমার মনে হয়, ও চোটে পড়েছে; কিন্তু স্বীকার করছে না। কথাটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বলছি।’

লিভারপুলের শিরোপা-স্বপ্নে বড় ধাক্কা, অ্যানফিল্ডে প্যালেসের কাছে হার

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ০ : ১ ক্রিস্টাল প্যালেস

লিভারপুল সমর্থকেরা আশায় ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। থাকবেনই-না কেন? চলতি মৌসুমে এ দলটাই তো হেরে যাওয়া অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২৭ পয়েন্ট তুলেছে। ঘরের মাঠে লিগের খেলায় টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিতও তো এ দলটাই।

কিন্তু সমর্থকদের আশাবাদ কিংবা পক্ষে থাকা ইতিহাস–কোনোটাই আজ লিভারপুলের কাজে আসেনি। অ্যানফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে লিভারপুল। এই হারে লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বড় ধাক্কা খেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। ৩২ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৭১, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান তৃতীয়। এক ম্যাচ কম খেলে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৭৩, আর্সেনালের ৭১। দীর্ঘ সময় ধরে লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা লিভারপুলের দুঃসময়ের শুরু গত সপ্তাহে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ২-২ ড্র, এর চার দিন পর ইউরোপা লিগের ম্যাচে আতালান্তার কাছে ৩-০ গোলে হার। তবে এরপরও যে লিভারপুল ক্রিস্টালের কাছে হারতে পারে, এমন শঙ্কিত সমর্থক ছিলেন খুব কমই।

কারণ, অ্যানফিল্ড তো বটেই, এই ক্রিস্টালের বিপক্ষে ২০১৭ সালের এপ্রিলের পর কোনো ম্যাচই হারেনি লিভারপুল (১৩ ম্যাচের ১১টি জয়, ২টি ড্র)। আর পয়েন্ট তালিকার ১৫ নম্বরে থাকা প্যালেস লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচই জয়শূন্য।

কিন্তু অ্যানফিল্ডে রয় হজসনের দল নিজেদের জয়ে ফিরিয়েছে লিভারপুলের সবচেয়ে কঠিন সময়টাতেই। ম্যাচে ১৪ মিনিটেই প্যালেস এগিয়ে যায় এবেরেসি এজের গোলে। এবারের লিগে লিভারপুলের জন্য আগে গোল হজম করা নতুন কিছু নয়, নয় ঘুরে দাঁড়ানোও। কিন্তু আতালান্তার কাছে হারের স্মৃতি নিয়ে মাঠে নামা লিভারপুল প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। বল দখলে ছিল বেশি, প্যালেস রক্ষণে হানাও হয়েছে বারবার, কিন্তু গোলের মুখ খোলা যায়নি।

বিরতির পর মোহাম্মদ সালাহ, দারউইন নুনিয়েজ, দিলেগো জোতারা আক্রমণের ধার বাড়ান। এ সময় গোলের জন্য ১৪টি শট নিয়েছে লিভারপুল, তিনটি লক্ষ্যেও ছিল। এর মধ্যে ৫৫ মিনিটে সুযোগ মিস করেন নুনিয়েজ। ভার্জিল ফন ডাইকের কর্নার থেকে পাওয়া বল নুনিয়েজ হয়ে গোলের দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু প্যালেস গোলকিপার ডিন হেন্ডারসন হাঁটু বাড়িয়ে দিয়ে সেটি প্রতিহত করে দেন।

৭৩ মিনিটে আরও সহজ সুযোগ নষ্ট করেন দিয়েগো জোতা। গোলকিপারকে প্রায় একা পেয়েও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বল তাঁর গায়েই মেরে বসেন দিয়াজের বদলি নামা এই ফরোয়ার্ড। দুই মিনিট পর আরেকটি সুযোগ নষ্ট হয় কার্টিস জোনসের মাধ্যমে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ দেখতে ইডেন গার্ডেনসের গ্যালারিতে ছিলেন অন্যতম মালিক শাহরুখ খান

যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে অর্ধশতক অ্যান্ডারসনের

আপনজন ডেস্ক: একসময় ওয়ানডের দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক ছিলেন তিনি। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জন্য নামডাক ছিল ভালোই। তবে বয়স ত্রিশ পেরোনোর আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ড দল থেকে অবসর নেওয়া সেই কোরি অ্যান্ডারসন আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। ৩৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনের নতুন অভিষেক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। আইসিসির সহযোগী দেশটির হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলেছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে, কানাডার বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে। যদিও ইনিংস বড় করতে পারেননি (২৯ বলে ২৮ রান)। তবে আজ সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই ফিফটির দেখা পেয়েছেন অ্যান্ডারসন। খেলেছেন ৪৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংস, যেখানে ৬ চারের সঙ্গে ছিল ২টি ছয়। অ্যান্ডারসনের ১১৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটি তাঁর ক্যারিয়ারের তুলনায় (১৩২.৭১) কমই। তবে ম্যাচ পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন ইনিংসই দরকার ছিল তাঁর দলের। টেক্সাসের হিউস্টনের প্রেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে কানাডা তুলেছিল ৫ উইকেটে ১৬৮ রান। যা তাড়া করতে নেমে মাত্র ৯ রানেই তিন উইকেট হারায় যুক্তরাষ্ট্র। ওই অবস্থায় পাঁচে নামা অ্যান্ডারসন ওপেনার নীতিশ কুমারকে নিয়ে প্রথমে ইনিংস মেরামত এরপর রান তোলার কাজ করেন। দুজনের ৭২ বলের জুটিতে ১০৪ রান তোলে যুক্তরাষ্ট্র। অ্যান্ডারসন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের তৃতীয় ফিফটি করেন ৩৯ বলে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**